ভালোবাসা পেতে হলে

মাসুদা সুলতানা রুমী

ভালোবাসা পেতে হলে

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

ভালোবাসা পেতে হলে
মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ
০১৭১৬৫৯৩৭২২

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৮
তৃতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৯
চতুর্থ প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৯
পঞ্চম প্রকাশ : জুন ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৪
: বৈশাখ ১৪৩৬

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : গোলাম সাকলায়েন / এম. এ আকাশ

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

♦ তাসনিয়া বই বিতান ♦ প্রফেসর বুক কর্ণার ♦ প্রীতি প্রকাশন প্রফেসর পাবলিকেশন ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
♦ ঢাকা বুক কর্ণার ♦ মহানগর প্রকাশনী ♦ তামান্না পাবলিকেশন ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা
♦ আহসান পাবলিকেশন, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
♦ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
♦ আহসান পাবলিকেশন, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
♦ আজাদ বুকস ও তাজ লাইব্রেরী, আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম
♦ রিম ঝিম প্রকাশনী, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	ভালোবাসা কিভাবে পাওয়া যাবে?	০৫
২.	ভালোবাসার তদবির	১১
৩.	শুধু Sacrifice-এর অভাবেই ভেঙ্গে গেলো সংসার	১২
৪.	মেয়েদের পছন্দের মূল্য	১৩
৫.	এই দেশের এক জমিলা	১৫
৬.	আজকে যা প্রয়োজন কালকেই তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়	১৭
৭.	সম্পদের জন্য চরম অন্যায় করা	১৯
৮.	ব্যতিক্রমও আছে	২০
৯.	বোনদের সব সম্পত্তি এক ভাইকে দিয়ে দেওয়া	২১
১০.	জালিমকে সহযোগিতা করা	২৩
১১.	আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনো Sacrifice বা Compromise নেই?	২৩
১২.	এই জামানার উম্মে সুলাইম	২৪
১৩.	ভালোবাসার কান্না	২৮
১৪.	শাশুড়ি পুত্র বধুর মধ্যে ভালোবাসার অভাব	৩০
১৫.	নেতার প্রতি ভালোবাসা	৩৪
১৬.	জান ও মাল দিয়ে ভালোবাসা	৩৬
১৭.	শেষ কথা	৩৭

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম

ভালোবাসা কিভাবে পাওয়া যাবে?

'তোমাকে বিয়ে দিয়েছি, বিক্রি তো করিনি- সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানিয়ে চলার চেষ্টা করবে। তবে একান্তই যদি কেউ তোমাকে বুঝতে না চায় তো don't care তোমাকে জীবন বাজি রেখে সংসার করতে হবে না। অবশ্য দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে Sacrifice and compromise-এর ওপর।'

আমি যখনই কারো বিয়ের কথা শুনি কিংবা বিয়ের দাওয়াত পাই তখনই আমার আব্বার ঐ কথাটি মনে পড়ে। যা আব্বা আমাকে বলেছিলেন ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারী। আমার বিয়ের পরের দিন।

কথাটা আব্বা আমাকে যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই 'নূর'-কে বলেছিলাম। নূর হাসি মুখে, খুশি মনে বলেছিলেন, ঠিক আছে, এসো সেভাবেই চলি।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা সেভাবেই চলেছি। এতো বছর একসাথে আছি। কারো বিরুদ্ধে আমাদের কারো নালিশ নেই। পরস্পরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ আমাদের সংসার। আর এই ভালোবাসা সংক্রমিত হয়েছে আমাদের সন্তানদের মধ্যে, পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে। এই Sacrifice and compromise- শুধু দাম্পত্য জীবনেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। জীবন চলার পথে পরস্পরের প্রতি যতো অসন্তোষ, যতো অভিযোগ- এ দুটি জিনিসের অভাব থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। নিজের সুখ-শান্তির জন্য নিজের স্বার্থে এ দু'টি গুণ আমাদের অর্জন করা দরকার। এই গুণটির নামই কুরআনের পরিভাষায় 'ইহসান'। যা একজন মুসলিমের সর্বোত্তম গুণ। যে গুণ একজন মুসলিমকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

আল্লাহপাক আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, 'রাব্বানা আত্বিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানতাঁও ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাহ, ওয়া কিনা আযাবান্নার।' হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়ায় শান্তি দাও এবং আখেরাতেও শান্তি দাও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।

এ দুনিয়ার শান্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই Sacrifice and compromise-এর ওপর। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শান্তি পাবে সে আখেরাতেও শান্তি

www.pathagar.com

পাবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি পাবে। কারণ দুনিয়ায় শান্তি পেতে হলে যে আমল করতে হয় সেই আমল করাই আল্লাহতায়ালার নির্দেশ, যার মাধ্যমে সে পাবে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি এবং আখেরাতের পরিপূর্ণ শান্তি।

একবার রসূল স. বললেন, 'এক্ষুণি একজন জান্নাতি লোক আসবে! উপস্থিত সাহাবী সবাই অপেক্ষায় থাকলেন কে আসে তা দেখার জন্য। একটু পরেই এক ব্যক্তি এলেন যাঁকে সবাই চেনে। এভাবে পরপর তিন দিন রাসূল স. ঘোষণা দিলেন, একটু পরেই একজন জান্নাতি লোক আসবে আর এই তিন দিনই সেই একই ব্যক্তি এলেন। এক অল্প বয়স্ক সাহাবী কৌতূহলী হলেন ঐ জান্নাতি ঘোষণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি আমল করে তা জানার জন্য। তিনি তিন দিন, তিন রাত তার সাহচার্যে থাকার পরও এমন কোনো আমল ঐ ব্যক্তির মধ্যে খুঁজে পেলেন না যা তাঁদের থেকে ঐ ব্যক্তিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। অতঃপর কৌতূহলী সাহাবী ব্যক্তিকে সব জানালেন এবং তাঁর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জান্নাতি ঐ ঘোষণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানালেন, অন্যান্য কাজ তোমরা যা করো আমি তার চেয়ে বেশি কিছু করি না, তবে আমার দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় এমনভাবে যে, কারো ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। কৌতূহলী সাহাবী বললেন, তাহলে এই আমলই আপনাকে জান্নাতে পৌছে দিয়েছে।'

এই যে আমল, তার নাম sacrifice। আমাদের যাপিত জীবনে যতো অসন্তোষ আর অশান্তি তা সব সময় বড় কোনো বিষয় নিয়ে নয়। ছোট ছোট ব্যাপারে ছাড় দিতে পারি না বলেই অশান্তিতে ভুগি। দুনিয়ায় শান্তি পাই না, তাহলে কী করে আখেরাতে শান্তি পাব? পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হলে ঈমান, এলেম ও আমলের সাথে আরও তিনটি গুণ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তা হলো-

১. ছাড় দেয়ার মনোভাব, ২. সমঝোতার মনোভাব, ৩. পারস্পরিক ভালোবাসা। ব্যাস, এই তিনটি গুণই যথেষ্ট! যদিও তৃতীয় গুণটি থেকেই অপর দু'টি গুণের উৎপত্তি। মূল কথা হলো ভালোবাসাই ইসলাম। ভালোবাসাই শান্তি-সম্মান। আখেরাতের মুক্তি ও জান্নাত। রসূল স. বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা মুমীন হবে। তোমরা ততক্ষণ মুমীন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে।

অতএব, পারস্পরিক ভালোবাসা হলো মুমীন হওয়ার পূর্ব শর্ত। আর এই ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য রসূল স. দুটি আমল করতে বলেছেন- ১. 'অধিক পরিমাণে সালামের প্রচলন করো' এবং ২. 'যাকে ভালোবাসো তাকে ভালোবাসার কথাটা জানাও।'

www.pathagar.com

এই ভালোবাসার কথাটা জানানো যে কতো জরুরী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঈমানের যেমন তিনটি পর্যায়- ১. অন্তরে বিশ্বাস রাখা, ২. মুখে স্বীকার করা, ৩. আর কাজে তার প্রমাণ দেওয়া।

ভালোবাসা ঈমানেরই আর এক নাম। ভালোবাসা অন্তরে জাগতে হবে, মুখে স্বীকার করতে হবে, তারপর কাজে তার প্রমাণ দিতে হবে। তাই তো ঈমান আনতে হলে মুখে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে হয়। মুখে উচ্চারণ না করলে তার ঈমান গ্রহণ করাই হয় না। তাই ভালোবাসার কালেমাও মুখে উচ্চারণ করা জরুরী। আর ভালোবাসা এমন এক মূলধন তা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বিলি করলে লাভসহ ফিরে আসবেই। এমন অনেক পরিবার আছে যাদের মধ্যে ভালোবাসার খুবই অভাব। এমন অনেক দম্পতি পাওয়া যায় ৩০-৪০ বছর সংসার করার পরও তারা ভালোবাসার নাগাল পায়নি। তাহলে কি করে তাদের ছাড় (sacrifice) দেওয়ার মনোভাব আসবে? আর সমঝোতার (compromise) তো প্রশ্নই আসে না।

একবার এক সাধারণ বৈঠকে আমার বক্তব্য শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। এক বয়স্কা মহিলা বললেন, আপা, আমার স্বামী মারা গেছে একবছর হলো। তার জন্য তো আমার দোয়া করা উচিত। কিন্তু আমার মন থেকে যে দোয়া আসে না। আমি এখন কি করবো?

বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, দোয়া আসে না মানে?

মহিলা বললেন, আমার স্বামী এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যা সে করেনি। মদ, জুয়া, খারাপ মেয়েদের কাছে যাওয়া কিছুই বাদ দেয়নি। এখন দোয়ার জন্য হাত তুলে 'আল্লাহ তাকে ভালো রেখো কিংবা মাফ করে দাও' একথা বলতে পারি না। শুধু মুখে আসে, এখন মজা বোঝ! দুনিয়াতে থাকতে তো আমার কথা বিশ্বাস হয়নি। আপা, আমি জানি তার জন্য ভালো দোয়া করা উচিত কিন্তু দোয়া যে আমার অন্তর থেকে আসে না। এখন কি করব আমি?

একটু চুপ থেকে বললাম, আচ্ছা আপনার স্বামী কেমন খারাপ ছিল বলেন তো, কোনো বেগানা পুরুষকে আপনার ঘরে দিয়ে তাকে নিয়ে রাত কাটাতে বলেছে? মহিলা আঁৎকে উঠলেন, ছি! ছি! না না, ওসব করেনি, বরং আমাকে কোনো পুরুষের সাথে কথা বলতেই দিত না। আমি একটু জোরে কথা বললে আমাকে বকত। আবার বললাম, আপনাকে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে? মহিলা বললেন, না আপা, সে আমাকে নামাজ পড়তে কোনোদিন নিষেধ করেনি, বরং

www.pathagar.com

কোনো কোনো দিন আমার নামাজ পড়তে একটু দেরি হলে বকাঝকা করতো।

বললাম, আপনার খাওয়া পরা কিভাবে চলে? থাকেন কোথায়?

মহিলা বললেন, থাকি স্বামীর বাড়িতেই। জমি-জমা আর ক্ষেত-খামারও আছে। ফল-ফসল ভালোই পাই। তাছাড়া আমার স্বামী সরকারী চাকুরী করত। পঁচিশশ' টাকা পেনশন পাই। আমার থাকা খাওয়ার অসুবিধা নেই আল্লাহর রহমতে।

বললাম, তাহলে ভাবেন তো! স্বামীর বাড়িতে থাকেন, তার জমির ফল-ফসল খান। তার চাকুরীর পেনশন ভোগ করেন। তার ওপর সে আপনার এতটুকু ক্ষতি করেনি। দুনিয়ারও না, আখেরাতেরও না। সে যা করেছে তা শুধু তার নিজের সর্বনাশ! সে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। তার জন্য তো দোয়া আরো বেশি করে করবেন। বলবেন, হে আল্লাহ! এই মানুষটাকে তুমি মাফ করো। সে আমার বড় উপকার করেছে। এখনও তার শ্রমের ফল আমি খাই-পরি। সে না বুঝে নিজের সর্বনাশ করেছে। নিজের ওপর জুলুম করেছে। তাকে তুমি মাফ করো, প্রভু। তার কিছু ভালো কাজ থাকলে সে কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তার বাড়িতে আছেন। তার জমির ফসল খান। তার শ্রমের বেতন এখন ভোগ করেন আর তার জন্য দোয়া না করলে আপনার মতো বেঈমান আর তো দেখি না। মহিলা এবার কেঁদে ফেললেন ঝর ঝর করে।

অনেকদিন পরে আবার দেখা হলো সেই মহিলার সাথে। বললাম, স্বামীর জন্য দোয়া কি অন্তরে আসে?

আসে আপা। আপনি ঠিকই বলেছেন, মানুষটা আমার সাথে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি। যা করেছে তা শুধু নিজের সর্বনাশ করেছে। আল্লাহ যেনো তাকে মাফ করে দেন। আপনি বলার আগে তার উপর আমার কোনো ভালোবাসাই ছিল না। আপা, এখন মানুষটার উপর আমার কী যে মহব্বত পয়দা হয়েছে। সব সময় মনে হয় মহান আল্লাহ যদি তার সব গুনাহ মাফ করে দিতেন!

এমনিভাবে জীবিত বা মৃত সবার প্রতি যদি আমাদের মহব্বত সৃষ্টি হতো, তাহলেই আমরা মন থেকে সবাইকে ক্ষমা করতে পারতাম। ছাড় দিতে পারতাম। সমঝোতায় আসতে পারতাম। দুনিয়ায় শান্তিতে থাকতে পারতাম। তবে স্মরণ রাখতে হবে, সব কিছু যেনো হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কারণ আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ- সবই তো আমার রবের জন্য। তাই তো রাসূল স. বলেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতিত আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন ঐ দুই ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় জায়গা

www.pathagar.com

দেবেন। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্যই পরস্পরকে ভালোবেসেছিলো। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নওগাঁ জেলায় কোনো মহিলা রুকন ছিল না। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরের ২৩-২৪ তারিখে শপথ হয় আমার আর রোকেয়া বেগম আপার। তার কয়েকদিন পরেই মনে হয় ৩০ ডিসেম্বর শপথ হয় রওশন আরা আপার। এরপর ১৯৯৩-১৯৯৪ সালের মধ্যে ১৩-১৪ জন রুকন হয়ে যায়। বর্তমানে রুকন সংখ্যা ৪৪-৪৫ জন। যা হোক, সেই ১৩-১৪ জন রুকন বোনের মধ্যে রওশন আরা আপার সাথে আমার খাতিরটা যেনো একটু বেশিই ছিল! আমি তখন থাকতাম সাপাহার উপজেলায়। নওগাঁ জেলা শহর থেকে অনেক দূরে। ত্রৈমাসিক রুকন সম্মেলনে নওগাঁ আসতাম। রওশন আরার বাসায় অবশ্যই একবার যেতাম। আর রওশন আরাও আমাকে খুব ভালোবাসতো। একবার সম্মেলনে যেয়ে দেখি রওশন আরা আসেনি। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আসেনি কেনো রওশন আরা? নওগাঁর এক আপাকে জিজ্ঞেস করলাম। সেই আপা বললেন, রওশন আরা আর আগের মতো নেই। সে রুকন বৈঠকেও আসে না। সাপ্তাহিক বৈঠকেও ঠিক মতো হাজির হয় না।

একটু পরেই দেখি রওশন আরা এসেছে। আমি খুশি হয়ে গেলাম। সালাম বিনিময়ের পর ওর হাত ধরে বললাম, এতো দেরি করলেন কেনো আপা? বাসায় কোনো সমস্যা?

সমস্যা তো আছেই। আমি এখানে দেরি করতে পারব না, শুধু আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। আপনি চলে যাওয়ার আগে আমার সাথে দেখা করে যাবেন। বললাম, একটু দেরি করেন দারসটা শুনে যান।

না না, আমার সময় নেই। বলে চলে গেলো রওশন আরা।

সম্মেলন শেষে জেলা নায়েবে আমীর অধ্যাপক আবদুর রশীদ ভাই আমাকে বললেন, রুমী আপা, আপনি একটু রওশন আরার সাথে কথা বলুন। রওশন আরা মনে হয় সংগঠন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আমি রওশন আরার বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে খুব খুশী হলো রওশন আরা। বিভিন্ন কথা বলতে লাগলো। ভালো আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলো। আমি বললাম, আপা, আপনি সাংগঠনিক কাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন মনে হয়।

রওশন আরা বলল, আপা, সংগঠনের কাজ করতে যেয়ে আমি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।

বললাম, যেমন?

www.pathagar.com

যেমন আমার ছেলেমেয়েদের প্রতি সঠিক যত্ন নিতে পারছি না। পড়াশুনার খোঁজ-খবর নিতে পারি না। ওদের রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না।

বললাম, ঠিক আছে, কাজ কম করুন। একদম ছেড়ে দেবেন না। বায়াতের হক আদায় করুন। আপনার ব্যক্তিগত ইউনিটটা ঠিক রাখেন আর শুধু রুকন বৈঠকে হাজির থাকবেন।

আবার তিন মাস পরে যেয়ে শুনি রওশন আরা একদম সরে গেছে। আমি ওর বাসায় আবার গেলাম। সাংগঠনিক খোঁজ-খবর নিতেই ও বলল, ও সব বাদ দেন তো আপা। দুলাভাই কেমন আছে তাই বলুন। ওর কথায় আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। বললাম, দুলাভাইকে দিয়ে তো আপনার সাথে সম্পর্ক নয়, সম্পর্ক সংগঠন দিয়ে। সংগঠনের কথাই যদি বাদ দেই তো আপনার সাথে সম্পর্কের আর কি থাকে?

কষ্ট পেলো রওশন আরা। আহত কণ্ঠে বলল, শুধুই সংগঠনের জন্য আপনার সাথে আমার সম্পর্ক? আর কোনো সম্পর্ক নেই?

বললাম, আপা! ২৫ বছর সংসার করার পর কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় আর বলে, তালাক দিয়েছি তো কি হয়েছে? এতোদিন একসাথে ছিলাম, এখনো থাকবো। তোমার সাথে কি আমার কোনো সম্পর্ক নেই? কী বলেন আপা! তালাকের পরে স্বামী স্ত্রীর আর কোনো সম্পর্ক থাকে? থাকে না আপা। কারণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক হয়েছিল বিয়ের মাধ্যমে। সেই বিয়েই যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে সম্পর্ক কিভাবে থাকবে? আপনার সাথে আমার সম্পর্ক হয়েছে সংগঠনের মাধ্যমে। সেই মাধ্যমই যদি আপনি ছিন্ন করে ফেলেন তো সম্পর্ক থাকবে কিভাবে? আপা! আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি, আমাকে আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না।

রওশন আরার সাথে সেই আমার শেষ দেখা। রওশন আরা সংগঠন থেকে একদম সরে গেলো। যে সন্তানের লেখাপড়ার জন্য রওশন আরা সংগঠন ছাড়ল তাদের পরবর্তী পরিণতির কথা মনে উঠলে ভয়ে আঁৎকে উঠি! ওর মেয়েটা এক বখাটে বাজে ছেলের সাথে বের হয়ে চলে গেছে। আর ছেলেটা পরপর তিনবার এসএসসি ফেল করে আত্মহত্যা করেছে। রওশন আরার এ পরিণতি আমি কখনো চাইনি। বারবার পানাহ চাই আল্লাহর কাছে। মাঝে মধ্যে শুনি কোনো কোনো কর্মীবোন সন্তানের অজুহাত তোলেন। আমার তখনই মনে পড়ে রওশন আরা আপার কথা। ভয়ে শিউরে উঠি! রওশন আরার জন্য এখনও হৃদয়ের মধ্যে একটা

www.pathagar.com

ব্যথা চিন চিন করে ওঠে। তবে মাঝে মাঝে এই কষ্টের মধ্যেও খুশি হই এই ভেবে, হে আল্লাহ! আমি আমার ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছি। রওশন আরাকে ভালোবেসেছিলাম তোমার জন্য, বিচ্ছিন্নও হয়েছি তোমার জন্য। তুমি আমার প্রতি রাজি থেকো।

ভালোবাসার তদবির

একবার নব বিবাহিতা এক মেয়ে এলো তার স্বামী তাকে ভালোবাসে না এজন্য। খুব অনুরোধ করে আমাকে বলল, আপা, আপনি কুরআন-হাদিস অনেক পড়েছেন। আমাকে আমার স্বামী একদম পছন্দ করে না। আমাকে কোনো তাবিজ কিংবা তদবির দিতে পারেন?

মেয়েটির সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে তারপর বললাম, তাবিজ নয়, একটা তদবির দিতে পারি তোমাকে।

মেয়েটি খুশি হয়ে বলল, তাই দিন আপা।

বললাম, সময় মতো দুটি দোয়া পড়বে তুমি।

কি দোয়া?

একটা হলো যখনই তোমার স্বামী বাইরে যাবে এবং বাড়িতে ফিরবে তখনই তুমি হাসি মুখে তাকে সালাম দেবে। বলবে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' আর দিনে অন্তত দু'বার পরিবেশ বুঝে বলবে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'।

মেয়েটি তো হেসেই খুন! বলল, সালামটা হয়তো কোনো মতে দিতে পারবো কিন্তু ঐ কথা বলতে পারব না। একটু ভাবুন তো! এই মেয়েদের কি বলব, এরা যাদুমন্ত্র দিয়ে স্বামীকে বশে আনতে চায়, কিন্তু স্বামীকে ভালোবাসতে চায় না!

তাকে বললাম, এ কথা বলা সুন্নত। রসূল স. বলেছেন, যাকে ভালোবাসো তাকে ভালোবাসার কথাটা জানাও।

রসূল স.-এর এই শিক্ষা বিধর্মীরা মানে, অথচ আমরা মানা তো দূরের কথা, অনেকে জানিই না! আমরা যদি মা ছেলেকে, ছেলে মাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভাই বোনকে, বোন ভাইকে, বাবা সন্তানকে, সন্তান বাবাকে, ভাই ভাইকে, বন্ধু বন্ধুকে অর্থাৎ সবাই সবাইকে তোমাকে ভালোবাসি' এই কথাটা বেশি বেশি করে বলতে পারতাম। তাহলে আমাদের পরিবার আর পরিবেশের চেহারা বদলে যেতো! ভালোবাসার প্রচণ্ড ঘাটতি আমাদের সমাজে। সেই সাথে sacrifice আর compromise-এরও বড় অভাব।

www.pathagar.com

কবি আবদুল হালিম খাঁর ভাষায় বলতে হয়-

'আমাদের সবার বুকের গভীরে, মৎস্য চাষের মতো

ভালোবাসার চাষ করা প্রয়োজন।'

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি দশ বছর রসূল স.-এর খেদমত করেছি। তিনি কোনোদিন আমাকে বলেননি, এভাবে করলে কেনো, ওভাবে করলে না কেনো? কোনো খাদেম কিংবা খাদেমা সঠিকভাবে কাজ না করলে মালিক যদি কৈফিয়ত চাইতেন তা রাসূল স. শুনলে বলতেন, ছেড়ে দাও তো পারলে তো করতোই।'

এই যে ছেড়ে দাও' কথাটা, এই যে মনোভাবটা- এরই নাম sacrifice। এই মনোভাবের বড়ই অভাব আমাদের সমাজে। এর জন্য শুধু এরই জন্য কতো সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!

শুধু sacrifice এর অভাবেই ভেঙে গেলো সংসার

আলম আর জেসমিনের সংসারটার কথাই বলা যায়। শিক্ষা, সম্পদ, রূপ, গুণ কী ছিল না ওদের? সোনার টুকরো চারটি সন্তান। সব থাকা সত্ত্বেও শুধু sacrifice-আর compromise-এর অভাবে ভেঙে গেলো সংসারটা। দুজনেই দু'জনার জেদের ওপর অটল হয়েছিল। ওদের কি উচিত ছিল না শুধু সন্তানদের মুখ চেয়ে পরস্পরকে sacrifice করা? একটা সমঝোতায় আসা?

আলম খুবই সুন্দর, সুঠাম, বলিষ্ঠ, শিক্ষিত, মার্জিত, ধার্মিক ও বুদ্ধিমান একজন পুরুষ। আর জেসমিন আলমের চেয়েও ধার্মিক বুদ্ধিমতী ও অপরূপা সুন্দরী একজন মহিলা। এই চারটি সন্তান হওয়ার পরও ওর সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।

দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই এরা কেউ কাউকে sacrifice করতে পারেনি, তাই এরা কোনোদিন সমঝোতায়ও আসতে পারেনি। এদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়নি আঠারো বছর এক সাথে থাকার পরও। এরা দু'জনই খুব স্বার্থপর। সন্তানের সুখ-শান্তি আর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ওরা একসাথে থাকতে পারতো। আলম নির্লজ্জের মতো শুধু নিজের সুখের জন্য আর একটা বিয়ে করল আর জেসমিন চারটি সন্তান রেখেই চলে গেলো বাপের বাড়িতে। কি জানি সন্তানদের জন্য ওর কষ্ট হয় কিনা! আলমের চেয়েও ধনী লোকের সাথে জেসমিনের বিয়ে হয়েছে। আলম তো আগেই বিয়ে করেছে জেসমিনের চেয়ে চমৎকার একটা মেয়েকে। শুধু সন্তান চারটি মা হারা হয়েছে!

www.pathagar.com

এখানে জেসমিন একটু sacrifice করলেই সংসারটা টিকে থাকতো। আমার এই লেখায় অনেকেই মনঃক্ষুণ্ন হবেন। হয়তো বলবেন, আলম sacrifice করতে পারলো না! শুধু মেয়েরাই sacrifice করবে কেন? হ্যাঁ, আলম অবশ্যই ছাড় দিতে পারতো, কিন্তু জেসমিনদের তো বাধ্য হতে হয় সন্তান রেখে চলে যেতে। সম্প্রতি টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরের নববিবাহিতা দু'জন মেয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি। দুটি মেয়েই উচ্চ শিক্ষিতা। চাকুরীজীবী। একজনের নাম মমতা। মমতা অতি অল্প দিনের মধ্যেই শ্বশুড়, শাশুড়ি, দেবর, ননদদের তার মমতা আর sacrifice দিয়ে আপন করে নিয়েছে। মমতার শাশুড়ি বলে, আমি বুঝতে পারি না কাকে বেশি ভালোবাসি, আমার মেয়ে কবিতাকে না আমার পুত্রবধু মমতাকে! মমতার স্বামীর কথা আর কি বলব? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মমতার সংসারে কোনোদিন অশান্তি আসবে না, ইনশাআল্লাহ!

আর একজন শিউলি। শিউলী কলেজে চাকুরী করে। শিউলির মায়ের আর কেউ নেই। তাই মায়ের কাছে থাকে। আর এই মায়ের কাছে থাকাটা শিউলির শ্বশুর বাড়ির কেউ পছন্দ করে না, স্বামীও না। এই নিয়েই প্রথম অশান্তি। এই অশান্তি থেকে আরও অনেক অশান্তির জন্ম। শিউলি আর ওর স্বামী- ওরা যে কোনো একজন যদি sacrifice না করে, একটা সমঝোতায় আসতে না পারে, তাহলে এই সংসার টিকবে না। ওদের উচিত হবে, হয় নিজের স্বার্থ কিছু ত্যাগ করে সমঝোতার মাধ্যমে সংসার করা, না হয় একটা সন্তান আসার আগেই পরস্পর আলাদা হয়ে যাওয়া। এভাবে ঝুলে থেকে দু'জনের জীবনকেই দুর্বিষহ করে তোলার কোনো মানে নেই। এখানে ইসলাম ওদের জন্য বিরাট স্বাধীনতা দিয়েছে। বনিবনা না হোক, তবুও ওদের সারা জীবন একসাথে থাকতে হবে- এমন নির্দেশ ইসলাম দেয় না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি দিতে চায় মানুষকে, দুনিয়া ও আখেরাতে। এক বছর একত্রে থাকার পরও যদি পরস্পরের দোষগুলোই শুধু পরস্পরের কাছে ফুটে ওঠে, গুণ মোটেও ধরা না পড়ে, তাহলে একত্রে থাকা উচিত নয়।

মেয়েদের পছন্দের মূল্য

রসূল স.-এর জামানায় বিয়ের পরদিনই জামিলা নামের এক সুন্দরী মহিলা সাহাবী রসূল স.-এর নিকট হাজির হয়ে তালাক দেবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে আবেদন করে।

www.pathagar.com

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)-এর স্বামী-স্ত্রীর অধিকার গ্রন্থ থেকে আমি বিষয়টি তুলে ধরছি-

"তার ঘটনা এই যে, সাবিতের চেহারা তার পছন্দনীয় ছিল না। তিনি খোলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন এবং নিম্নোক্ত ভাষায় অভিযোগ পেশ করলেন-

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাথা ও তার মাথাকে কোনো বস্তু কখনও একত্র করতে পারবে না। আমি ঘোমটা তুলে তাকাতেই দেখলাম, সে কতগুলো লোকের সাথে সামনের দিক থেকে আসছে। কিন্তু আমি তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশি কালো, সবচেয়ে বেঁটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারার দেখতে পেলাম।" - ইবনে জারীর।

"আল্লাহর কসম! আমি তার দীনদারী ও নৈতিকতার কোনো কারণে তাকে অপছন্দ করছি না বরং তার কুৎসিত চেহারা আমার কাছে অপছন্দনীয়। - ইবনে জারীর

"আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো তাহলে যখন সে আমার কাছে আসে, আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম।" - ইবনে জারীর

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিরূপ সুন্দরী ও সুশ্রী, আর সাবিত হচ্ছে এক কুৎসিত ব্যক্তি।" (ফাতহুল বারীর হাওয়ালায় আবদুর রাযযাক)

"আমি তার দ্বীনদারী ও নৈতিকতার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করছি না। কিন্তু ইসলামে আমার কুফরের ভয় হচ্ছে।" (বুখারী হাদীস নং- ৪৮৮৮)

"ইসলামে কুফরে ভয়' কথাটির অর্থ হচ্ছে- ঘৃণা ও অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও যদি আমি তার সাথে বসবাস করি তাহলে আমার আশংকা হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও সতীত্বের হেফাজতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন আমি তা পালন করতে সক্ষম হবো না। এ হচ্ছে একজন ঈমানদার নারীর দৃষ্টিভঙ্গী। যিনি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করাকে কুফরী মনে করেন।" (মাওলানা মওদূদী)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিযোগ শুনলেন, অতঃপর বললেন, "সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তা ফেরত দেবে?

সে বলল, হ্যাঁ।

সে তার বাগান সাবেতের কাছে হস্তান্তর করল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে পৃথক করে দেওয়ার জন্য। ফলে সে তাকে পৃথক (তালাক) করে দিল।" সহী বুখারী, কিতাবুত তালাক- হাদিস নং ৪৮৮৮)

www.pathagar.com

স্ত্রীর পছন্দ না হওয়ার কারণেই বিখ্যাত সাহাবী যায়েদ বিন হারেসার সাথে জয়নাব বিনতে জাহাশের বিবাহ বন্ধনও টেকেনি, অথচ বিয়েটা দিয়েছিলেন রসূল স. নিজে পছন্দ করে।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকার রা.-এর আযাদকৃত দাসী বারিরা'র ঘটনাও ছিল এমন। আযাদ হওয়ার পর বারীরা তার ক্রীতদাস স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য রসূল স.-এর কাছে মিনতি জানায়।

'ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত বারীরার স্বামী মুগীস ছিল ক্রীতদাস। এখনও আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে, মুগীস কাঁদতে কাঁদতে তার পিছে পিছে ছুটছে আর তার চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে পড়ছে। (এ দৃশ্য দেখে) নবী স. আব্বাসকে বললেন, হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা আর মুগীসের প্রতি বারীরার উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক! নবী স. তাকে বলেন, তুমি যদি মুগীসের নিকট পুনরায় ফিরে যেতে! সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করছি। বারীরা বলল, তাকে আমার প্রয়োজন নেই।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, হাদিস নং ৪৮৯৫)

অতএব, পছন্দ না হলে, খাপ খাওয়াতে না পারলে, রুচিতে না মিললে, বনিবনা না হলে, পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারলে- বিয়ে হয়েছে বলেই যে একসাথে থাকতে হবে, জীবন বিষিয়ে তুলতে হবে, যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে হবে এবং এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ নেই এমন কথা ইসলাম বলে না।

অথচ আমাদের সমাজে মেয়েদের পছন্দ অপছন্দের মূল্য খুব কমই দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের পছন্দের মূল্যও দেয়া হয় না। আত্মীয়-স্বজনের পছন্দের মূল্য দিতে গিয়ে সংসারটাকে স্থায়ী জাহান্নামে পরিণত করা হয়। পরবর্তীতে কঠিন কষ্টে নিক্ষিপ্ত হয় কয়েকটি নির্দোষ, নিষ্পাপ শিশু।

এই দেশের এক জামিলা

এই বাংলাদেশের একজন জামিলার কথা বলি। বিয়ের পর থেকেই বনিবনা হচ্ছিল না কথাকথিত স্বামী নামের ব্যক্তিটির সাথে। চৌদ্দ বছরের জামিলার পুকুর পাড়ে বসে কচুরির ফুল দেখতে ভালো লাগতো, রাজহাঁসের সাথে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হতো। জোছনা দেখতে, রাতের তারা দেখতে ভালো লাগতো, ভালো লাগতো ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ দেখতে। ভালো লাগতো গল্প-উপন্যাস পড়তে,

www.pathagar.com

কবিতা পড়তে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে কবিতা লিখতো জামিলা। আর এসব অনাসৃষ্টি কাজ-কারবার জামিলার স্বামী শাশুড়ি একদম পছন্দ করতো না। শাশুড়ির কাছে প্রচুর বকাঝকা এমন কি স্বামীর কাছে মার খেতে হয়েছে এজন্য জামিলাকে। জামিলা কিছুতেই মন বসাতে পারেনি এই সংসারে। মা-বাবার কাছে বলেছে তার সমস্যার কথা কিন্তু তার সমস্যা কেউ সমস্যাই মনে করেনি। জামিলার মামী, চাচী, ভাবীরা জামিলারই দোষ দিয়েছে সংসার করার অযোগ্য বলে।

এভাবেই কেটে গেছে তার জীবনের নিষ্প্রাণ দিনগুলো। এখন জামিলা বেগমের বয়স অনেক। তার কবিতারা এখনও মরে যায়নি- মাঝে মাঝে এখনও সে কবিতা লেখে। আর তার স্বামী দেখলেই বলে, এই বয়সেও তোমার ঢং গেলো না!

সেদিন কথা প্রসংগে জামিলাকে বলেছিলাম, রসূল সা. বলেছেন, ঐ পুরুষ ব্যক্তিটি উত্তম যে তার স্ত্রীর বিবেচনায় উত্তম। মানে স্ত্রী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী ব্যক্তিটি ভালো মানুষ, তাহলেই ঐ পুরুষ সমাজে ও আল্লাহর কাছে ভালো বলে গৃহীত হবে। জামিলা বললেন, আমাকে যদি মহান আল্লাহ মৃত্যুর পরে জিজ্ঞেস করেন, তোমার স্বামী কেমন লোক ছিল? আমি বলব, মাবুদ গো! আমি তাকে কোনোদিন নামাজ কাযা করতে দেখিনি, রোজা ভাঙ্গতে দেখিনি- তোমার জান্নাতের সর্বোচ্চ দরজাটা তাকে দিও। বলেই দুহাত জোড় করে আবার বললেন, তবে হে আমার মাবুদ মাওলা! পরকালে শুধু আমাকে ওর সাথে জুড়ে দিও না। দুনিয়াতে আমাকে ওর সাথে জুড়ে দিয়েছিলে, আমি সারা জীবন ছটফট করেছি, সবকিছু নীরবে সহ্য করেছি- আখেরাতে তুমি ওর সাথে আমাকে দিও না আল্লাহ। আমাকে শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের একপাশে একটু জায়গা দিও। আমি বড় কোনো বালাখানা চাই না আল্লাহ! শুধু ওর হাত থেকে মুক্তি চাই। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম জামিলা বেগমের অশ্রুসজল মুখের দিকে। এই মনোকষ্ট নিয়ে আমাদের দেশের অনেক জামিলা সংসার করে বা করতে বাধ্য হয়। কোনো নারীকে ইসলাম এভাবে সংসার করতে নির্দেশ দেয়নি। তবে একদল আছেন যারা এজন্য সব দোষটুকুই চাপাতে চায় ইসলামের ওপর। এ মনোভাব অজ্ঞতা ও বিদ্বেষপ্রসূত। ইসলাম কখনো কারো ওপর জুলুম করে না। নারীর ওপর নয়, পুরুষের ওপরও নয়। ইসলাম উভয়কে শিক্ষা দেয় Sacrifice ও compromise করে চলার জন্য। ইসলামের পরিভাষায় তার নাম 'ইহসান'। তাই রাসূল স. বলেন, 'স্ত্রীর একটা ত্রুটি তোমার খারাপ লাগলে তার একটি গুণের দিকে তাকাও।

www.pathagar.com

শুধু দাম্পত্য জীবনেই নয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা এই মনোভাব পোষণ করতে পারি- তাহলেই শান্তি, তাহলেই মুক্তি।

আজকে যা প্রয়োজন কালকেই তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়

সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমরা কয়দিন বাঁচবো? আজ যে জিনিসটা খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয় ছয় মাস পরে পৃথিবীতে থাকতেই সেই জিনিস আর তত প্রয়োজনীয় মনে হয় না। মরে গেলে তো আর কথাই নেই। একবার বাঁশের তৈরি খুব সুন্দর একটা জিনিস কিনেছিলাম পছন্দ করে। যত্ন করে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলাম। সবাই জিনিসটার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে লাগলো। আমার ছোট ননদের মেয়ে নূরজাহান এসে জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ওর দেখার ধরন দেখে আমার আশংকা হলো জিনিসটা ও চেয়ে বসতে পারে। আর একবার ওর মায়ের সামনে যদি চায় তখন আমার তো আর না দিয়ে উপায় থাকবে না। নূরজাহান একটু সরে যেতেই আমি জিনিসটা লুকিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে নূরজাহান তার মাকে বলতে লাগলো, মা, আমি সেই জিনিসটা নেব।

ওর মা বুঝতে না পেরে বলল, কোন্ জিনিস?

ছোট মানুষ মাকে বুঝিয়ে কথাটা বলতে পারলো না। আর আমি সব বুঝে শুনেও চুপ করে থাকলাম। দু'দিন পর নূরজাহানরা চলে গেলো। যাওয়ার সময়ও নূরজাহান বলল, মা, সেই জিনিসটা নেব। ওর মা আবার বলল, কোন্ জিনিস? এবারও নূরজাহান ঠিকমতো বলতে পারল না। ওর মা ধমক দিয়ে বলল, কোন্ জিনিস ঠিকমতো বলতে পারিস না, শুধু প্যা প্যা করিস ক্যান?

মন খারাপ করে চুপ করে থাকল নূরজাহান। ওরা চলে যাওয়ার পর আমিও জিনিসটার কথা একদম ভুলে গেলাম। প্রায় তিন মাস পরে মনে হলো। আমি তাড়াতাড়ি জিনিসটা বের করতে গেলাম। ধরতেই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল কাঁচা বাঁশের তৈরি সুন্দর সেই জিনিসটি। আমার ছোট মনের শাস্তি আমি এভাবেই পেলাম। লজ্জায় আর অনুতাপে মনটা ভেঙে গেলো। বারবার মনে হতে লাগল, ছি! কী ছোট মন আমার! কেনো দিলাম না আমি জিনিসটা নূরজাহানকে? কয় টাকার জিনিস ছিল ওটা? ছোট নূরজাহান বড় হয়েছে। ওর মামীর ছোটলোকির কথা নিশ্চয়ই ওর মনে নেই কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। সেই দিন থেকে আমার প্রয়োজনীয় কিংবা অতি পছন্দের কোনো জিনিসও যদি কেউ চায় আমার তখন

www.pathagar.com

সেই ছোট্ট নূরজাহানের কথা মনে পড়ে। আমি আর না বলতে পারি না।

আসলে পছন্দ, প্রয়োজন যা-ই বলি না কেনো, এগুলো সবই আপেক্ষিক। আর পৃথিবীতে একান্তই নিজের বলে কোন জিনিস নেই। আমার জীবনেরই আর একটি ঘটনা যা বলতে না পারলে মনে হয় কথাটা ঠিকমতো বোঝাতে পারব না।

যশোর শহরে আমি একটা বাড়ি কিনেছিলাম, যা এক ব্যক্তি 'হাউস বিল্ডিং করপোরেশন' থেকে লোন নিয়ে তৈরি করেছিল। আমি তার কাছ থেকে স্বল্পমূল্যে কিনেছিলাম- ধীরে ধীরে লোন পরিশোধ করতে হবে আমাকে, এই শর্তে। ঐ বাড়ির পাশেই আমার ছোট খালার তিন শতক জমি ছিল। এমনিই মাঠের মতো পড়েছিল। কোনো গাছ-পালাও লাগানো ছিল না। বর্ষাকালে একটু বৃষ্টি হলেই আমার উঠোনে পানি জমা হয়ে যায়। তাই একদিন আমরা দুজন ছোট খালার জমি থেকে কিছু মাটি কেটে এনে আমাদের উঠোনে দিলাম। ভাবলাম বর্ষা পার হলে পুকুর থেকে মাটি এনে ছোট খালার জমিটা ভরে দেব। কিন্তু ছোট খালা একদিন দেখে খুবই রাগারাগি করতে লাগলো। আমার মায়ের কাছে নালিশ দিল। আমি তাড়াতাড়ি ছোট খালার হাত চেপে ধরে বললাম, খালা, রাগ করিস না, এই বর্ষাটা পার হলেই তোর জমি ভরাট করে দেবো। ছোট খালা আমার বয়সে ছোট। আমাকে খালা বলে ডাকে। বলল, না খালা, কাজটা তুমি ভালো করোনি।

আমি বললাম, খালা ঠেকায় পড়ে করেছি। তুই কিছু ভাবিসনে, তোর জমি আমি ঠিকই ভরে দেব। যা হোক, অসন্তুষ্ট মন নিয়েই খালা চুপ করে গেলো। এদিকে নূর মানে আমার স্বামী বার বার বলতে লাগলো, এই লোন পরিশোধ করার সামর্থ আমার নেই। এরচেয়ে দু কাঠা জমি কিনতে পারলেও ভালো হতো। যেদিন পারতাম সেদিন বাড়ি করতাম। পছন্দ মতো বাড়ি করতাম। তাই বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ছোট খালা জানতে পেরে বলল, তাহলে বাড়িটা আমাকেই দাও, আমি লোন পরিশোধ করি। আর আমার জমি তুমি নাও। তাই করলাম। এখন যে জমি থেকে মাটি কেটে বাড়ির উঠোন উঁচু করেছিলাম সেই বাড়িটা ছোট খালার আর ছোট খালার যে জমি আমি গর্ত করেছিলাম সেই জমি আমার। দুনিয়াতেই যখন এভাবে মালিকানার পরিবর্তন হয় তখন সেই সম্পদ নিয়ে মানুষের সাথে ঝামেলা করা, ঝগড়া-ঝাটি করার কোনো মানে আছে? আর বিশ বছর পরে আমার এই বাড়িতে, এই ঘরে যারা বাস করবে তাদের আমি চিনি না। বিশ বছর তো অনেক দূরের কথা বললাম। আমার মৃত্যুর কোনো দিন তারিখ তো আমার জানা নেই। এই মুহূর্তে আমি মারা গেলে আমার স্বামী অবশ্যই আর একটা

www.pathagar.com

বিয়ে করবে! তখন আমার বাড়ি-ঘর, পোশাক, গহনা, তৈজসপত্র- সব কিছুর যে মালিক হবে, সে হচ্ছে আমার সতীন অর্থাৎ বাঙালী নারীর সবচেয়ে বড় দুশমন। তাহলে আমি কেনো হক-নাহক, হালাল-হারামের কথা না ভেবে সম্পদের পাহাড় গড়ব? কেনো এসব নিয়ে স্বামীর সাথে কিংবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে অযথা মনোমালিন্য কিংবা ঝগড়া-ঝাটি করব?

সম্পদের জন্য চরম অন্যায় করা

এই সম্পদের জন্য আর একটা চরম অন্যায় ও কঠিন কাজ আমাদের দেশের ৯০% লোকেই করে থাকে বলে আমার ধারণা। তা হলো বোন কিংবা কন্যা সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। এসব ক্ষেত্রে সবটুকু Sacrifice করতে হয় বেচারী বোন কিংবা হতভাগী মেয়েটিকে। সম্পত্তির দাবী ছেড়ে দিয়ে তাকে Compromise-এ আসতে হয়। এটা তো জুলুম, চরম জুলুম! অধিকাংশ বাবা ও ভাইয়েরা এই জুলুম করে কন্যা ও বোনদের সাথে। অনেক সময় মাও এই জুলুমে অংশ নেয়। মা মেয়েকে আদর করে বলে, তোমাকে তো ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছি, তোমার তো কোনো কিছুর অভাব নেই! আমরা আর কয়দিন আছি? আমরা মরে যাওয়ার পর এই ভাইয়ের বাড়িতে তোমাকে আসতে হবে। এই সম্পত্তি তুমি ভাইকে লিখে দাও। এরপর মেয়ে চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়।

তা বাবা ছেলেকে বলুক তো, তোমার বোনের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। তোমার তো অভাব নেই। তোমার অংশটা বোনকে দিয়ে দাও কিংবা কিছুটা বেশি দিয়ে দাও। দেখুক তো তার আদরের দুলাল কথাটা রাখে কিনা? একটু Sacrifice করে কিনা? কিন্তু এই Sacrifice মেয়েরা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। অবশ্য একে Sacrifice বললে ভুল হবে। বলতে হবে মেয়েরা মুখবন্ধ করে এই জুলুম সহ্য করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে বাবারা জীবদ্দশাতেই জমিজমা লিখে দেয় ছেলেদের নামে- যাতে পরবর্তীতে মেয়েরা ভাগ নিতে না পারে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক একদিন তার ছেলেদের বলল, তোমাদের তিন ভাইকে দশ বিঘা করে মোট ত্রিশ বিঘা জমি আমি গতকাল রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দলিল করে দিয়ে এসেছি।

বড় ছেলে বলল, কেনো বাবা?

বাব হাসি মুখে বলল, আগেই দশ বিঘা আলাদা করে দিলাম।

ছেলে আবার বলল, তোমার চার মেয়েকে কি দিলে?

www.pathagar.com

আমার তো আরো জমি আছে সেখান থেকে তারা নেবে।

ছেলে বলল, বাবা, তুমি গত বছর হজ্জ করে এসেছ। পেছনের গুনাহ হয়তো মহান আল্লাহ সব মাফ করে দিয়েছেন। সেই নিষ্পাপ আমলনামাটা কেনো আবার ওয়ারিশ ঠকানো পাপে পূর্ণ করবে? হয় তুমি এই জমি ফেরত নাও, না হয় তোমার চার মেয়েকে পাঁচ বিঘা করে বিশ বিঘা লিখে দাও। তা না হলে আখেরাতে তুমি তো মহাবিপদে পড়ে যাবে বাবা। বাবা আর কি করবেন, চার মেয়েকে পাঁচ বিঘা করে জমি লিখে দিয়ে এলেন। এই ভদ্রলোকের ছেলের মতো ছেলে আমাদের সমাজে কয়জনের আছে?

ছেলেরা বরঞ্চ চাপ সৃষ্টি করে বোনদের ঠকিয়ে মা-বাবার কাছ থেকে জমি লিখে নেয়। আর যে বাবারা কাউকে লিখে না দিয়ে মারা যান সে সম্পদও ভাইয়েরা বোনদের দেয় না বা দিতে চায় না। বোনেরা নিতে চাইলে বোনদের সাথে সম্পর্কই নষ্ট করে ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোনেরা বঞ্চিত হয় বাবা-মায়ের সম্পদ থেকে।

ব্যতিক্রমও আছে

না, এর ব্যতিক্রমও আছে। একদিন আব্বা আমাকে বললেন, তুমি নাকি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দাও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে। তা আমার সমস্যার একটা সমাধান দাও তো।

হাসিমুখে বললাম, কি আপনার সমস্যা?

আব্বা বললেন, আমার বোনের বিয়ের সময় আমার বাবা এক বিঘা জমি বিক্রি করেন। তবে এই মর্মে একটা মৌখিক শর্ত রাখেন যে, কোনোদিন যদি ঐ ব্যক্তি এ জমি বিক্রি করে তাহলে যেনো আগে আমাদের জানায়। তের বছর পর ঐ ব্যক্তি সেই জমি বিক্রি করবে বলে আমাকে জানায়। তখন আমি প্রায় তিনগুণ মূল্যে ঐ জমি খরিদ করি। যেহেতু বাবা জীবিত আছেন তাই জমিটা আমার নামে দলিল না করে বাবার নামেই দলিল করি। বাবা অবশ্য বলেছিলোন, তোমার নামেই দলিল করো। কিন্তু আমার বিবেক সায় দেয়নি। আমার রোজগারের টাকা দিয়েই আমি জমিটা কিনেছিলাম, এমন কি ঐ সময় টাকা কিছু কম পড়াতে তোমার মা'র গহনা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করেছিলাম। এখন তো বাবা নেই, মাও নেই। আমরা দুই ভাইবোন। সব সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তোমার ফুপু আম্মা পাবে। তা আমার ঐ জমির অংশ কি তোমার ফুপুকে দিতে হবে?

www.pathagar.com

বললাম, বাহ্যিক আইনে তো দিতে হবেই যেহেতু তার বাবার নামে জমি। তা সে যেই খরিদ করুক।

আব্বা হাসিমুখে বললেন, আর অন্য দৃষ্টিতে?

আমি বললাম, আপনি ঐ হাদিসটা জানেন না? 'তুমি আর তোমার সম্পত্তি তোমার বাবার।'

আব্বা হেসে বললেন, রায়টা ফুপুর পক্ষে দিলে।

বললাম, না, আপনার পক্ষেই দিয়েছি। হাদিসটা তো ঠিক, তাই না? আপনার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি আপনার বোনের ছেলেমেয়েরা ভোগ করল, না সবটাই আপনার সন্তানেরা ভোগ করল, তাতে আপনার কি এসে যায়? আমি চাই আখেরাতে কোনো প্রকার সমস্যায় যেনো আপনি না পড়েন।

আমার আব্বা কী যে খুশি হলেন আমার কথায়!

আমার আব্বা তার সমুদয় পিতৃসম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তার বোনকে বুঝিয়ে দেন। আমার ফুপু আম্মা নিতে চাননি। বলেছেন, ভাই, তুমি কেনো এভাবে জোর করে দিচ্ছ? আমি কি তোমার কাছে চেয়েছি? মানুষে শুনলে কি বলবে?

আব্বা বলতেন, চাওয়া চাওয়ির কি আছে? আর মানুষেরই বা বলার কি আছে? তোমার সম্পত্তি তুমি নেবে ব্যস।

আমর ফুপু আম্মার সাথে কথা বলতে গেলে, দেখা করতে গেলে- তার ভাইয়ের প্রশংসা ছাড়া কথা শেষ হয় না।

বলেন, আমার ভাইয়ের মতো এমন ভাই আর কি কোথাও আছে? আগে তো আমি ভাই সোহাগী ছিলাম আর এখন হয়েছি ভাইয়ের শোকে পাগল। ভাইয়ের প্রসংগ আসলেই কাঁদতে থাকেন আমার ফুপু আম্মা।

আহা! এমন ভাই যদি ঘরে ঘরে জন্ম নিত।

বোনদের সব সম্পত্তি এক ভাইকে দিয়ে দেওয়া

অনেক জায়গায় আবার এ রকম করা হয়ে থাকে- পিতার মৃত্যুর পরে বোনদের সব সম্পত্তি, এমন কি মায়ের সম্পত্তিও আলাদা করে এক ভাইকে দিয়ে দেয়া হয় আর বোনদের দায়-দায়িত্ব তখন সেই ভাই-ই পালন করে। বিবাহিত বোনরাও ঐ ভাইয়ের বাড়িতেই বেড়াতে আসে, অন্য ভাইয়েরা তখন প্রায় পর হয়ে যায়। কী আজব কথা! আপন ভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে আসতে হলে নিজের সম্পত্তি জমা

www.pathagar.com

রেখে তবে বেড়াতে আসার সম্পর্কটা ঠিক রাখতে হবে, অথচ ভাই যখন বোনের বাড়িতে যায় বোন তাকে জান-প্রাণ দিয়ে আদর-যত্ন করার চেষ্টা করে। কেনো? বোনের বাড়িতে ভাই কি কোনো সম্পদ জমা রেখে এসেছে?

না, কোনো অজুহাতেই বোনের কিংবা মেয়ের সম্পত্তি আটকে রাখা যাবে না। তা বোন ধনী হোক আর গরীব হোক। তার নির্দিষ্ট পাওনা তাকে বুঝিয়ে দিতেই হবে। যারা আল্লাহ্ রচিত মিরাসের আইন পরিবর্তন করে তাদের জন্য আল্লাহতায়ালা চিরন্তন আযাবের কথা বলেছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে তাকে আল্লাহ্ আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আর তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণা ও অপমানজনক শাস্তি।' (সূরা নিসা ১৪)

উপরোক্ত আয়াতটি সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত আল্লাহর বিধান যারা লংঘন করবে তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। 'রসূল স. বলেছেন, কেউ যদি কোনোভাবে ওয়ারিশকে ঠকায় সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না, যদিও জান্নাতের গন্ধ পাওয়া যাবে পাঁচশ' বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে।'

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য আর পরিতাপের বিষয় এই যে, এমন মারাত্মক অপরাধের কথা জেনেও মুসলমানরা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের পাবন্দ হয়েও মীরাস আইনের ব্যাপারে যে নাফরমানি করছে তা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। দু'একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ছাড়া প্রায় সর্বত্র এই নাফরমানি চলছে। ধনী, গরীব-নির্বিশেষে এই কঠিন গুনাহে নিমজ্জিত। তারা কুরআন-হাদিস জানে না। অনেকে তো মনে করে, মেয়েরা বাপের সম্পত্তি নেওয়া মানেই মস্ত বড় একটা অপরাধের কাজ করা। আর যারা কুরআন-হাদিস জানে তারাও যেনো এই একটি ব্যাপারে চরমভাবে অবুঝ।

বাপ-ভাইদের এই নির্যাতন থেকে কবে মুক্তি পাবে নারী সমাজ? কবে ইসলামের অনুসারী হবে এই পুরুষরা? তাহলে কবরে 'মান রব্বুকা-মান দ্বীনুকা'র কি জবাব দেবে তারা?

এই বাবাদের মন-মানসিকতা আমি বুঝতে পারি না। পুত্রটি তার সন্তান আর মেয়েটি কি তার সন্তান নয়? অথচ রসূল স. কতো দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কন্যাকে তার ন্যায্য অধিকার দেওয়ার জন্য।

www.pathagar.com

এই বাবা আর ভাইদের অন্তরে কি আল্লাহ ভালোবাসা নামক অনুভূতিটি দেননি? এই চরম স্বার্থপর মানুষগুলোর অন্তর থেকে ভালোবাসার সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ও উঠে গেছে। কারণ অনেক সময় এদেরকে বলতে শোনা যায়, আমার স্ত্রী কিংবা পুত্রবধূ বাপের বাড়ির সম্পত্তি আনতে পারেনি তাহলে আমি আমার বোন কিংবা মেয়েকে সম্পত্তির ভাগ দেব কেনো? কথাটা কি হলো? আমার স্ত্রীর কিংবা পুত্রবধুর বাপ-ভাই যদি জাহান্নামের আগুনে জ্বলে তো আমি জ্বলব না কেনো?

জালিমকে সহযোগিতা করা

আল্লাহর আইন অমান্য করার ক্ষেত্রে ভাইদের সহযোগিতা করে স্বেচ্ছায় মুখ বুজে সম্পত্তি ছেড়ে দেয়া বোনদের কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। 'রসূল স. বলেছেন, মজলুমকে সাহায্য করো, জালেমকেও সাহায্য করো। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মজলুমকে তো সাহায্য করব বুঝলাম কিন্তু জালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? রসূল স. বললেন, জালিমকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে। এটাই তাকে সাহায্য করা।'

অতএব, বোনদের উচিত ভাইদের অন্যায় আচরণ মুখ বুজে সহ্য না করে তার প্রতিবাদ করা। অনেক বোন আবার উপায় না দেখে বলে, 'আমি যদি স্বেচ্ছায় আমার ভাইকে আমার সম্পত্তি দিয়ে দিই, তাহলে দোষের কি আছে? না কোনো বোনের স্বেচ্ছায় সব সম্পত্তি ভাইকে দেয়ার অধিকার নেই। তাহলে সে নিজে ওয়ারিশ ঠকানো পাপে পাপী হবে। কারণ তার ওয়ারিশ তার সন্তানেরা ও তার স্বামী। তারা যে সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহর আইন অমান্য করছে, মহান রবের বিধানের অবমাননা করছে তা ঐ সমস্ত পিতা ও ভাইকে বোঝানো উচিত। বুঝলে ভালো, না বুঝলে করার কিছু নেই- তবে বোনের পাওনা বোনের আদায় করে নেওয়া উচিত। আল্লাহর বিধান মানার ব্যাপারে কোনো আপোস করা যাবে না। অন্যায়ের সাথে কোনো compromise নেই।

আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনো sacrifice বা compromise নেই

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, ভাই-বোন প্রভৃতির সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য ভালোবাসা অটুট রাখা ও বৃদ্ধি করার জন্য sacrifice ও compromise করে চলতে বলছি। ইসলামও আমাদের সেই শিক্ষা

www.pathagar.com

দেয়। তাই তো দেখি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও পিপাসার পানিটুকু নিজে পান না করে অপর ভাইয়ের দিকে ঠেলে দিতে। দেখি, নিজে না খেয়ে মেহমানকে খাওয়াতে। নিজের চেয়ে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনো sacrifice বা compromise নেই। আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোনো বান্দার সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই। মক্কার কাফের সর্দারেরা যখন প্রস্তাব দিল, 'মুহাম্মদ স.! এসো, তুমি কিছুদিন আমাদের দেবতাদের উপাসনা করো, আমরাও কিছুদিন তোমার রবের উপাসনা করি।' অর্থাৎ তুমি কিছু ছাড় দাও আমরাও কিছু ছাড় দেই। তারা একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, 'হে মুহাম্মদ! বলুন, হে কাফেররা, আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদাত করো না। তোমরা যাদের ইবাদাত করো আমি তাদের ইবাদত করিনা.... তোমাদের কাছে তোমার দ্বীন আমার কাছে আমার দ্বীন।' (সূরা কাফিরুন)

অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া বা আপোস করা যাবে না। সাহাবীরা তার বাস্তব প্রমাণ দেখিয়েছেন। যেমন হযরত আনাস রা. মা উম্মে সুলাইমের বেদ্বীন স্বামী উম্মে সুলাইমকে বললেন, 'তুমি যদি এই নতুন দ্বীন না ছাড় আমি তোমার সাথে থাকব না। চলে যাব দূরের কোনো দেশে।' উম্মে সুলাইম অনেক চেষ্টা করলেন স্বামীকে বোঝাতে কিন্তু হতভাগ্য স্বামী কিছুতেই হেদায়েতের বুঝ বুঝল না। উম্মে সুলাইমও অটল রইলেন তার সিদ্ধান্তে। compromise করলেন না।

এই জামানার উম্মে সুলাইম

এমনি একটি বাস্তব প্রমাণ পেশ করল এই জামানার উম্মে সুলাইম মানে অধ্যাপিকা লাবন্য। লাবন্যকে খুব মনে পড়ে, ভুলতে পারি না। লাবন্যের সাথে প্রথম পরিচয় আমার অসুস্থতার মধ্যে। আমাকে দেখতে এসেছিল আমার বান্ধবী মোতাহারুন্নেসার সাথে। প্রথম দেখাতেই মেয়েটিকে অসম্ভব ভালো লাগলো আমার। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওর লাবন্য নামটা যথোপযুক্ত হয়েছে। সার্থক হয়েছে। যেনো একটা পবিত্রতা সর্বক্ষণ ঘিরে আছে ওকে। কলেজের প্রভাষক লাবন্য। এরপর প্রায় দিনই আসত আমার সাথে দেখা করতে। কখনো মোতাহারুন্নেসার সাথে, কখনো একা। ওর কলেজ আবার আমার বাসার কাছেই। ও আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে বই পুস্তক নিয়ে পড়ত। অসম্ভব বুদ্ধিমতী লাবন্য

www.pathagar.com

অল্পদিনের মধ্যেই আল্লাহপাকের বিধান খুব সহজেই বুঝে ফেলল। ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গেলো লাবন্যের, ওর পছন্দ করা ছেলের সাথেই। ওর স্বামী চাকুরী করতো দূরে। মাসে একবার আসত, দু'একদিন থেকেই চলে যেতো তার কর্মস্থলে। স্বামী ওর পরিবর্তনের কিছুই বুঝতে পারল না।

আমূল পরিবর্তন হলো ওর চালচলনে। হিযাবে আবৃত করে ফেলল নিজেকে। ইসলামকে জানা-মানা আর অপরের কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালনে তৎপর হলো লাবন্য। আমি একদিন বললাম, লাবন্য, তোমার স্বামী যদি এসব করতে তোমাকে নিষেধ করে তখন কি করবে? লাবন্য পরম আস্থার সাথে মাথা নেড়ে বলল, না আপা, আমার স্বামী খুব ভালো মনের মানুষ। সে এসব পছন্দ করবে বলেই আমার বিশ্বাস, যদিও কুরআন-হাদিস সম্পর্কে তার তেমন ধারণা নেই।

আশ্বস্ত হয়ে বললাম, তাহলে তো ভালোই। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে লাবন্য ওর husband কে বদলি করে কাছে নিয়ে এল। কিন্তু কাছে এনে লাবন্য পড়ল চরম বিপাকে। যে পরম আস্থা নিয়ে লাবন্য বলেছিল, 'আমার হাসব্যান্ড খুব ভালো মনের মানুষ।' সেই আস্থায় ভাঙন ধরল লাবন্যের।

ভোর না হতেই উঠে নামাজ পড়াটা তবু সহ্য করল কিন্তু কলেজে যাওয়ার সময় হিযাব পরতেই ভ্রূকুঁচকে সৌরভ প্রশ্ন করল, ও কি ওটা কি পরছ তুমি? তুমি জুব্বা পরছ কেন?

মিষ্টি হেসে লাবন্য বলল, আমি মুসলমান হয়েছি।... কথা শেষ করতে না দিয়ে সৌরভ চেঁচিয়ে উঠল, তোমার মতো একজন শিক্ষিতা, আধুনিকা মেয়ে মান্ধাতার আমলের এই ড্রেস পরতে লজ্জা করলো না? খোল, বলছি তোমার এই জুব্বা।

লাবন্য বলল, তুমি কুরআন বিশ্বাস করো না, কুরআন মানো না?

সৌরভ বলল, কুরআন বিশ্বাস করব না কেন? অবশ্যই কুরআন মানি কিন্তু গোড়ামি সহ্য করতে পারি না...।

সেদিনই বিকেলে এই নিয়ে আবার ঝামেলা বেঁধে গেলো। লাবন্যকে নিয়ে বেড়াতে যাবে সৌরভ। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে লাবন্য হিযাব পরতেই রাগে ফেটে পড়ে সৌরভ।

আবার ঐ জুব্বা? ঐ জুব্বা পরে তুমি আমার সাথে যেতে পারবে না। বলে রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে যায় সৌরভ। অনেক রাতে বাসায় ফেরে। রাগ করে সারা রাত কথা বলে না। সকালে নাস্তা খেতে বসে বলে, লাবন্য তোমার সাথে একটা বোঝাপড়া আছে।

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে লাবন্য। সৌরভ বলে, তোমাকে যে কোন একটি জিনিস ছাড়তে হবে।

কম্পিত কণ্ঠে জানতে চায় লাবন্য কি?

'হয় আমাকে ছাড়বে, না হয় তোমার জুব্বা ছাড়বে'! তোমাকে আজকের দিন ভেবে দেখার সময় দিলাম। কাল সকালে তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানাবে।

লাবন্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, ঠিক আছে।

পরদিন সৌরভ জানতে চায়, সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয় লাবন্য, নিয়েছি।

কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

আমি একটাও ছাড়ব না।

ঠাট্টা মনে করেছ? আমি কিন্তু সত্যিই চলে যাব। তুমি থাক তোমার জুব্বা নিয়ে। এই বলে সত্যি সত্যিই নাস্তা না করে বের হয়ে যায় সৌরভ।

লাবন্য কান্নায় ভেঙে পড়ে। বারবার বলতে থাকে, প্রভু! আমাকে রক্ষা করো। তোমার দ্বীনের ওপর অটল থাকার তৌফিক দাও।

বিকেলেই আমার কাছে এসে সব জানায় লাবন্য। বললাম, লাবন্য, তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অটল থাকো। আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এই ব্যাপারে তো কোনো sacrifice করা যাবে না বোন। আল্লাহ পাক যাকে যত বেশি ভালোবাসেন তার পরীক্ষা তত বড়। তোমার এই পরীক্ষা বিখ্যাত সাহাবী উম্মে সুলাইম রা.-এর মতো। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাঁর স্বামী তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। আর উম্মে সুলাইম অটল থেকেছেন ঈমানের ওপর। তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর। লাবন্য, তুমি ধৈর্য ধর! মহান আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আমার বিশ্বাস, তোমার হাসব্যান্ড নমনীয় হবেন।

হ্যাঁ, সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই সৌরভ নমনীয় হয়েছে। লাবন্য ওকে নিয়ে একদিন বেড়াতে এসেছে আমার বাসায়। আমি পর্দার ওপাশ থেকে সালাম দিতেই সৌরভ বলল, আপনি কি আমার সামনে একটু আসবেন?

বললাম, কেনো ভাই?

আমি আপনাকে একটু দেখবো।

আবার বললাম, আমাকে দেখবে কেনো?

সৌরভ বলল, আমার এমন শিক্ষিতা স্মার্ট বউটাকে আপনি কিভাবে মৌলবাদী করে দিলেন? জুব্বা প্রেমে দেওয়ানা করে দিলেন? ও এখন আমাকে ছাড়তে পারে

www.pathagar.com

কিন্তু জুব্বা ছাড়বে না, অথচ এমন এক সময় ছিল যখন ও আমার জন্য দুনিয়া ছাড়তে পারত।

বললাম, ভাই আমি কিছুই করিনি, আল্লাহর তরফ থেকে আপনার স্ত্রী হেদায়েত পেয়েছেন। আমি তো শুধু আল্লাহর পথে ওকে দাওয়াত দিয়েছি। সে গ্রহণ না করলে আমার কিছুই করার ছিল না। হেদায়েতের মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। আমি কিছু নাস্তা ওপাশে পাঠালাম।

সৌরভ বলল, আপনার দেয়া নাস্তা আমি খাব না।

বললাম, কেনো খাবেন না?

খাব না, কি জানি কি যাদু-মন্ত্র, তুকতাক করে দিয়েছেন এর মধ্যে। এসব খেয়ে হয়ত দেখা যাবে আমিও জুব্বা পরতে শুরু করেছি।

তুকতাক যখন বিশ্বাস করেন, মনটা তো তাহলে কুসংস্কারেই আচ্ছন্ন আছে, কি বলেন?

সৌরভ বলল, আপনার ভেতর কি যেনো এক সম্মোহনী পাওয়ার আছে! কারণ আপনার প্রতি যে রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে আমি এসেছিলাম তা নিজের ভেতর কেনো যেনো আর খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আপনি যাদু জানেন। আপনার বাসায় আসাও আসলে নিরাপদ নয়।

বললাম, সৌরভ, আমি আপনার কী কোনো ক্ষতি করেছি? আমার প্রভাবেই যদি আপনার স্ত্রী কুরআনের পথে আসে, আল্লাহর পথে আসে, পর্দা করতে শুরু করে এতে কি আপনি লাভবান হচ্ছেন না? রসূল (স.) বলেছেন, দাউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর দাউস হলো ঐ পুরুষ, যে তার স্ত্রী-কন্যাকে পর্দায় রাখে না। আমি আপনার বেপর্দা স্ত্রীকে যদি পর্দায় এনে থাকি তাহলে কি আপনাকে দাউস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলাম না? আপনার তো আমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সৌরভ, আমি যদি বলি আপনাকে আমি ভালোবাসি, আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন?

সৌরভ বলল, না!

বললাম, কেনো বিশ্বাস করবেন না?

প্রথম কথা আপনি আমাকে চেনেন না। দেখেননি, এমন কি যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে আমি আপনার আদর্শের ঘোর বিরোধী। অতএব, আপনি আমাকে ভালোবাসতেই পারেন না।

www.pathagar.com

বললাম, লাবন্যের সাথে আমার পরিচয় প্রায় চার বছরের। শুধু হৃদ্যতা বললে ভুল হবে, লাবন্যের কাছে জেনে নেবেন ও আমাকে কি পরিমাণ ভালোবাসে আর ভালোবাসা নিশ্চয়ই এক তরফা হয় না। লাবন্য আপনাকে ভালোবাসে তো ওর জীবনের চেয়েও বেশি। আপনাকে এখানে বদলি করে আনার জন্য লাবন্যের কী পেরেশানি ছিল তা আপনি জানেন না। আমি লাবন্যকে ভালোবাসি আর আপনি তো লাবন্যের জীবন। এজন্য আপনাকে না দেখলেও আমি ভালোবাসি। আপনি যাতে বদলী হয়ে এখানে আসতে পারেন, আপনি যেনো সুস্থ থাকেন এর জন্য কতোদিন নামাজের পরে দোয়া করেছি। ভালো না বাসলে কি তার জন্য দোয়া করা যায়? যেমন এখনও দোয়া করছি আল্লাহপাক যেনো আপনাকে সঠিক বুঝ দেন, আপনি যেনো সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারেন। আপনি যেনো ভালো থাকেন দুনিয়া ও আখেরাতে।

সৌরভ একটু চুপ করে থেকে অন্য প্রসঙ্গে গেলো।

বলল, আপনার বইয়ের কালেকশন তো খুব ভালো! নজরুল, ফররুখ, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, তার মধ্যে মওদুদী, গোলাম আযম। আপনার দুই একটা বই নিতে পারি?

বললাম, অবশ্যই?

সৌরভ বেছে বেছে দুটি বই নিলো। দুটিই গোলাম আযম সাহেবের। একটা 'আমার দেশ বাংলাদেশ'। আর একটা কি তা এতোদিন পরে মনে নেই। আর আমি আমার পছন্দের বই 'নামাজ রোজার হাকিকত' ওকে দিলাম। 'আমার দেশ বাংলাদেশ' বইটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, এই যে গোলাম আযম বলছে 'আমার দেশ বাংলাদেশ', এর চেয়ে তামাশার কথা আমার দৃষ্টিতে আর নেই।

লাবন্য শরিয়তের ব্যাপারে একটুও ছাড় দেয়নি। একটুও compromise করেনি। আজও টিকে আছে ওর দ্বীন ও ঈমান নিয়ে। মহান আল্লাহ তো বলেছেন, 'আমি ঈমান এনেছি, একথা বললেই কি ছেড়ে দেব? আল্লাহকে তো পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।' (সূরা আনকাবুত)

ভালোবাসার কান্না

আমার এই প্রায় অর্ধ শতাব্দির জীবন। আত্মীয়-স্বজন, স্বল্প পরিচিত, বহুদিনের পরিচিত পাড়া-প্রতিবেশী, কর্মী-রুকন ভাইবোনদের অকুণ্ঠ অকৃত্রিম ভালোবাসায়

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ। জানি না এতো ভালোবাসা পাওয়ার কতটুকু যোগ্যতা আমার আছে? এ যে আমার রবের, আমার মালিকের, আমার ইলাহর একান্তই দয়ার দান। সারা জীবন সেজদায় পড়ে থাকলেও তো তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

তবে এ ভালোবাসার একটা পার্থিব কারণ ইদানিং আমি খুঁজে পেয়েছি। তা হলো আমিও তাদের ভালোবাসি, অসম্ভব ভালোবাসি আমি সবাইকে। যখনই এদের কারো সাথে কথা বলি, তখনই তাদের জন্য ইহকাল আর পরকালের কল্যাণ কামনায় ভরে ওঠে আমার হৃদয়-মন। আমি কাউকে অবিশ্বাস করি না, কেনো যেনো কারো ত্রুটি আমার নজরে তেমন একটা পড়ে না। এর জন্য যে কোথাও ঠকিনি কিংবা ধোঁকা খাইনি তা নয়। ঠকেছি, ধোঁকা খেয়েছি, আবার ভুলেও গেছি সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিক্ত কথাগুলো, তিক্ত ব্যবহারগুলো যে যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারে সে তত সুখি। মহান আল্লাহ এই অমূল্য সম্পদটি আমায় দান করেছেন। তাইতো কারো সাথে দীর্ঘ সময় আমার মনোমালিন্য থাকে না। আমার নিকটতম প্রতিবেশী ফাহিমের আম্মা একবার বাচ্চাদের ঝগড়া-ঝাটি নিয়ে বেশ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে গেলেন আমাকে। পরদিন কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে গেট খুলে বের হতেই তার সাথে দেখা হলো, আমি সালাম দিলাম। আমার নিকটতম প্রতিবেশী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন। বাসায় ফেরার পথে আবার দেখা হলো তার সাথে। আবার সালাম দিলাম। এবারও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। পরদিন আবার দেখা হলো তার সাথে। আমি সালাম দিলাম। এবার অন্যদিকে তাকিয়ে সালামের উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা। তার আচরণে আমার কেমন যেন একটা কৌতুক বোধ হচ্ছিল। হাসি পাচ্ছিল। হাসি মুখেই বললাম, আমি সালাম দিলাম আপনাকে আর আপনি ওদিকে তাকিয়ে উত্তর দিচ্ছেন কাকে?

ভদ্রমহিলা এবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, ভালো আছেন তো?

বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! আপনি ভালো তো?....

পরদিন সকাল বেলা আমার আর এক প্রতিবেশী মিলটনের আম্মা বেশ রাগত সুরেই বলল, আপা আপনি কেন ফাহিমের আম্মার সাথে কথা বলতে গেছেন? আপনার এমন কি দায় পড়েছিল?

আমি হাসি মুখে বললাম, কেন? কি হয়েছে?

ঐ মহিলা সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে, তোমাদের ঐ আপার সাথে আমি জীবনেও কথা বলতাম না। মহিলা সেধে সেধে তিনদিন আমাকে সালাম দেওয়ার পর বাধ্য

www.pathagar.com

হয়ে কথা বলেছি। নইলে...।

কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, সত্যি বলছেন? ফাহিমের আম্মা বলেছে এই কথা? মিলটনের আম্মা আরো রেগে গেলেন। বললেন, বলেছেন মানে? আরও প্রায় আট/দশ জনের সামনে বলেছেন।

বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! আপা, কথাটা একদম সত্যি। প্রথম দু'দিন তো ফাহিমের আম্মা সালামের উত্তরই দেয়নি, তৃতীয় দিন উত্তর দিয়েছে অন্যদিকে তাকিয়ে। আর ফাহিমের আম্মা যে সেই কথা আপনাদের কাছে বলেছে তার জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি আপা।

মিলটনের আম্মা অবাক হয়ে বললেন, কেনো আপা?

বললাম, আপনি ঐ হাদিসটা তো জানেন, যে আগে সালাম দেয় সে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী। তাহলে ফাহিমের আম্মা আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে বলেছে, আমি আগে সালাম দিয়েছি। দ্বিতীয়ত, তিন দিনের বেশি কোনো মুসলমানের সাথে কথা বন্ধ রাখলে তার কোনো ইবাদত কবুল হয় না। এ হাদিসটাও তো জানেন। তাহলে বলুন তো, কিভাবে কথা না বলে পারি? আর তাছাড়া আমি নিজেই তো বিভিন্ন বৈঠকে এসব হাদিস বলি আর নিজে যদি তার আমল না করি তো কেমন হয় বলেন?

বিকেলেই ফাহিমের আম্মা এলেন। মাথা নিচু করে বললেন, আপা, আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার সম্পর্কে বাজে কথা বলেছি।

আমি ফাহিমের আম্মার হাত ধরে বললাম, কি যে বলেন না, কী আর এমন বলেছেন? ওসব বাদ দিন তো। এক জায়গায় থাকলে কতো কথা হয়? আপন বোনের সাথেও ঝগড়া লাগে। আপনি আমার ছোট বোনের মতো। আমি কিছু মনে করিনি। ফাহিমের আম্মার সাথে এরপর অনেকদিন পাশাপাশি বাস করেছি। বদলি হয়ে চলে আসার সময় ফাহিমের আম্মা খুব কাঁদছিলেন। ভালোবাসার কান্না।

শাশুড়ি পুত্রবধূর মধ্যে ভালোবাসার অভাব

শাশুড়ি পুত্রবধূ ভালোবাসার অভাবে অনেক পরিবারে দেখেছি অশান্তির আগুন আর ভালোবাসার অভাব সৃষ্টি হয় Sacrifice-এর অভাবে। তবে কিছুটা ক্ষমতার অপব্যবহারও বলা হয়।

www.pathagar.com

১৯৮৪ সালে হাফেজা আসমা খালাম্মা আমাকে বলেছিলেন, যেখানে যাবে তোমার ব্যাগের মধ্যে বই রাখবে। পারলে বিক্রি করবে, না হলে বিলি করবে। বই বিক্রি সর্বোত্তম দাওয়াতী কাজ। সেদিন থেকে আমি যেখানে যাই বই আমার ব্যাগে থাকেই। আর কোনো বৈঠক বা প্রোগ্রামে গেলে তো উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বেশি করে বই নিই। বই কেনার জন্য যার সাথে জোর করা যায় তার সাথে জোর করি, যাকে অনুরোধ করা যায় অনুরোধ করি। বই বিক্রি করা আমার যেন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বই বিক্রির বহু মিষ্টি ও তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আছে তা সময় মতো বলব ইনশাআল্লাহ।

যা বলছিলাম শাশুড়ি পুত্রবধূর ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা- তখন নওগাঁ শহরে থাকি। এক ওয়ার্ডের সাধারণ বৈঠকে আমি মেহমান। ছোট বড় বেশ কিছু বই নিয়ে গেছি। বৈঠক শেষ করে বই বের করলাম। বৈঠক শেষ হয়ে গেছে তাই অনেকে চলে যাচ্ছিলেন।

বললাম, প্লিজ যাবেন না, বই না কেনেন অন্তত একটু দেখে যান। কষ্ট করে নিয়ে এলাম আপনাদের জন্য। আর কেউ গেলেন না, সবাই বই দেখতে লাগলেন। আবার বললাম, আপা বই কেনেন একটা ভালো বই কেনা সদগায়ে জারিয়া। আপনার মৃত্যুর পরে এই বইটা যেই পড়ুক না কেনো মৃত্যুর পরও আপনার আমলনামায় তার সওয়াব লেখা হবে। এরপর আমার বই প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেলো। যে বাসায় বৈঠক করছি সেই আপা খুবই সমজদার ও ধার্মিক! তার অল্প বয়স্কা নতুন পুত্রবধূ বেছে বেছে কয়েকটা বই হাতে তুলে নিয়ে বলল, খালাম্মা আমি এই কয়টা নেব। মনে মনে খুব খুশি হলাম। কিন্তু অবাক করে দিয়ে সেই বাসার আপা মানে বউটির শাশুড়ি বলে উঠলেন, ঘরে কতো বই আছে তাই পড়। তুমি বই নিচ্ছ কেনো? বউটি লজ্জা পেয়ে গেলো। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। বললাম, আপা এগুলো অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নতুন বই। এই বই আপনার কাছে নেই। নিক না বেশি দাম তো নয়....।

না, রুমী আপা! বইয়ের দাম তো আমাকেই দিতে হবে।

বললাম, পরে দেবেন।

না আপা, বই এখন দিয়েন না।

মেয়েটি সব বই রেখে দিয়ে একটা বই হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। একবার ইচ্ছে হলো বলি, রাখ বইগুলি তোমাকে গিফ্ট করলাম। বললাম না।

মেয়েটির নানী এসেছে বেড়াতে তাকে বলল, নানী আমাকে দশটা টাকা দাও,

www.pathagar.com

আমি এই বইটা কিনব।

মেয়েটির নানী তাকে দশটা টাকা দিলেন। আমার সেই আপা পুত্রবধূর কথাও শুনলেন, নানীর টাকা দেয়াও দেখলেন। আমার এই ধার্মিক বোনটি ঐ এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী। এতো লোকের মধ্যে, বিশেষ করে বউটির সামনে আমি তাকে কিছুই বলতে পারলাম না। যা হোক, আর এক বোনের খোঁজ নিলাম, যিনি এই বৈঠকে আসেননি, অথচ আমি এসেছি এটা শোনার পর তার তো না আসার কথা নয়! তার বাসাটাও কাছে, তাই আমিই গেলাম তার খোঁজ নিতে। যেয়ে শুনি তার পায়ের ব্যথা বেড়েছে। হাঁটতে পারছেন না। বললেন, আপা, আপনি এসেছেন, অথচ আমি যেতে পারছি না কি যে খারাপ লাগছিল! মনে মনে অবশ্য আশা করছিলাম আপনি আসবেন। এই দেখুন আপনার জন্য চিনি ছাড়া চা তৈরি করে রেখেছি। বললাম, এতদূর এসে আপনার সাথে দেখা না করে যাই কি করে বলুন তো? উল্লেখ্য, আমার বাসা নওগাঁ শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। বদলগাছী থানায়। আমি এক পর্যায়ে ঐ আপার কথাটা বললাম।

বললাম, আপা আমি ঐ আপাকে এত লোকের সামনে কিছু বলতে পারলাম না। আবার কবে দেখা হবে তাও ঠিক নেই কিন্তু কথাটা বলা দরকার। আপনি বলবেন, রুমি আপা বলেছে, আজকে যে ব্যবহার আপনি করলেন, আপনার ছেলের বউ সারা জীবনেও তা ভুলবে না। বউকে আপনি অন্য কোনো বই পড়াতে পারবেন বলেও মনে হয় না।

আমার এই আপা তখন আমাকে বললেন, আপা বই কয়টি আপনি গিফ্‌ট করলেন না কেনো? আপনি তো কতো বই কতো জনকে গিফ্‌ট করেন! কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। তবে দেওয়া যখন হয়নি তখন কি আর করা! যা হোক, ইতিমধ্যে মেক্সি বিক্রি করতে এক মহিলা এলো এই বাড়িতে। এই আপার শাশুড়ি একটা মেক্সি হাতে নিয়ে বলল, বউমা, এই মেক্সিটা কিনলে হতো না?

আপার মুখে একটা বিরক্তির ছায়া পড়ল। বললেন, এক্ষুণি নিতে হবে? এখন টাকা নেই। পরে নেয়া যাবে। শাশুড়ি তাড়াতাড়ি মেক্সিটা রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমিও উঠে পড়লাম। বললাম, আপা আর দেরি করব না। বাসায় পৌছতে রাত হয়ে যাবে। আমি দোতলা থেকে নীচে নেমে এলাম। আপার পায়ে ব্যথা বিধায় নামতে পারলেন না।

নিচে এসে দেখি ম্যাক্সিওয়ালী চলে যাচ্ছে। আপার শাশুড়ি জানালার গ্রিল ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

www.pathagar.com

বললাম, খালাম্মা, মেক্সি কার জন্য নিতে চেয়েছিলেন? খালাম্মা একটু ইতস্তত করে বললেন, ঐ আমার বিধবা মেয়েটার জন্য...। আমি মেক্সিটা দেড়শ' টাকা দিয়ে কিনে খালাম্মার হাতে দিতেই খালাম্মা শশব্যস্ত হয়ে বললেন, না মা, বউমা শুনলে রাগ করবে।

বললাম, রাগ করবে না। রাগ করলে বললেন রুমী জোর করে দিয়ে গেছে। এই আপাই কিন্তু একটু আগে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বই কয়টি আপনি গিফ্‌ট করলেন না কেন? তার পরামর্শ অনুযায়ীই মেক্সিটা তার শাশুড়িকে গিফ্‌ট করলাম। অবশ্য কয়েকদিন পরে আবার যখন দেখা হয় আপা তখন আমার টাকাটা ফেরত দিয়েছিলেন। এই দু'জন আপাই যথেষ্ট ধনী। কুরআন-হাদীসও কম বোঝেন না, অথচ দু'জনেই ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। একজন ছেলের বউয়ের ওপর নির্যাতন করছেন আর একজন শাশুড়ির ওপর, অথচ এই আচরণটুকু তারা না করলেও পারেন। বছরখানেক পর খবর পেলাম প্রথম আপার ছেলের বউ শাশুড়িকে একদম মানে না। নামাজ কালাম পড়ে না। মনে মনে বললাম, এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। এই দুটি পরিবারের অশান্তির জন্য আমি ঐ দু'জন আপাকেই দায়ী করব। তারা খুব ছোট ছোট ব্যাপারে স্বার্থত্যাগ করতে পারেননি।

আর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা জানি। সে পরিবারের পুত্রবধূটির শ্বশুর শাশুড়ির পক্ষের কোনো মেহমান দেখলেই মুড অফ হয়ে যায়। সে কারো সাথে প্রাণ খুলে কথা বলে না, অথচ তার বাবার বাড়ির দিক থেকে কেউ এলে কতো যে উষ্ণ অভ্যর্থনা! এ ধরনের পুত্রবধূ গ্রাম, গঞ্জ, শহর, ভদ্রলোক, ছোটলোক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত প্রায় ঘরেই পাওয়া যায়। এটা অবশ্য এক ধরনের রোগ। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ মোনাফেকি ও কুফরিকেও রোগ বলেছেন। এই রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে দুনিয়ার শান্তি আর আখেরাতের মুক্তি কিছুতেই পাওয়া যাবে না। এই রোগের নাম মনের কালিমা। মনের কালিমা দূর হয় অধিক পরিমাণে কুরআন পড়লে আর বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে। আর এই রোগটা হয় অন্তরে ভালোবাসার অভাব হলে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপ্রাণের অভাবে শরীরে যেমন নানা ধরনের রোগ দেখা দেয় তেমনি ভালোবাসার ঘাটতি দেখা দিলে, অভাব দেখা দিলে অন্তরে এইসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

তাই তো রসূল স. বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা হবে মুমিন। তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে।

www.pathagar.com

আর এক জায়গায় তো আরো কড়াভাবে বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। এই 'আমার দলভুক্ত নয়' কথাটির অর্থ, সে রসূল স. উম্মতই নয়, মানে মুসলমানই নয়। আর এই স্নেহ আর শ্রদ্ধা যা-ই বলি না কেনো, মূলত এসব ভালোবাসারই বিভিন্ন নাম। একই বাগানে যেমন বসরাই গোলাপ ফোটে, আবার ক্ষুদ্র ঘাসফুলও ফোটে। তেমনি সমাজের একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চস্তরের অনেকের ভালোবাসায় ধন্য, পরিপূর্ণ আমার এই হৃদয়বাগানটি।

নেতার প্রতি ভালোবাসা

একবার দুই তিনজন মহিলা এসে আমার কাছে নালিশ করল আপা, আপনার মধ্যপাড়া ইউনিটের কর্মী মনোয়ারা বেগম তার প্রতিবেশী এক মহিলাকে মেরেছে। এই সব কাজ যদি আপনার কর্মীরা করে তাহলে আপনাদের তালিমে লোক আসবে?

অতি সত্যি কথা। আমি মধ্যপাড়া ইউনিটে গেলাম। আমার এই কর্মী বোনটির আগে খুবই উগ্র মেজাজ ছিল। এই কারণে এলাকার সবাই তাকে ভয়ও করতো। কিন্তু এখন সে এতো ভদ্র হয়েছে যে, তাকে কেউ দু'চারটা কটু কথা শুনিয়ে দিলেও কিছু বলে না, সব মুখ বুজে সহ্য করে। সেই বোনটি কি কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেলো!

যা হোক, আমি সবার সামনে বললাম, আপনি ওমুকের সাথে মারামারি করতে গেলেন কেনো? ছি! ছি! মানুষ শুনলে কি বলবে ভাবেন তো? আপনি এক্ষুণি ঐ আপার কাছে মাফ চেয়ে নেবেন। মাথা কাত করে সম্মতি জানাল মনোয়ারা বেগম। আমি আবার বললাম, আচ্ছা পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে একটু ঝগড়াঝাটি হতেই পারে। তাই বলে আপনি মারবেন? এতো উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি? মনোয়ারা বেগম এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, আপা ও যদি আমাকে গালাগালি করতো, ও যদি আমাকে মারতো, তাহলেও হয়তো আমি ওকে কিছু বলতাম না...। কাঁদতে লাগলো মনোয়ারা। আমি অবাক হলাম। কী এমন কথা বলেছে মহিলা? আমি বুঝতে না পেরে বললাম, এমন কী বলেছে আপনাকে? একজন কর্মী বলল, আপা ঐ মহিলা আপনাকে গালাগাল দিয়েছে। আর তাই মনোয়ারা নিজেকে সামলাতে পারেনি।

www.pathagar.com

আমি হাসিমুখে বললাম, গালাগালি করেছে তো কি হয়েছে? আমাকে কেউ গালাগালি করলেই তাকে মারতে হবে কেনো? মনোয়ারা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। আমারও কান্না এলো।

মনোয়ারা বলল, আপা, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেনো ধৈর্য ধরতে পারি। আসলে আপনাকে কেউ কিছু বললে আমি ঠিক থাকতে পারি না...। মনোয়ারার এই কথায় আমার আরও কর্মী বোনেরা সায় দিলেন। তারাও বললেন, মনোয়ারা ঠিকই বলেছে আপা! আপনাকে কেউ কিছু বললে আমাদের কলিজায় আঘাত লাগে....।

আমি অবাক হয়ে, অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম এই ভালোবাসার দিকে। বৈঠক শেষে প্রাণ উজাড় করে বললাম, মাবুদ! এই ভালোবাসা শুধু তোমার জন্য। তোমার আরশের ছায়ার নিচে আমাদের সবাইকে জায়গা দিও...।

আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি সুদূর লন্ডনে যেয়েও যখন আমার খোঁজ নেন। বলেন, শাশুড়ি আম্মা, কেমন আছ? ঢাকায় এসে কষ্ট হচ্ছে নাতো?

বাংলাদেশে এসে ফোন করেন, শাশুড়ি আম্মা, কেমন আছ? গতকাল এলাম। তুমি এসো, তোমার মেয়ে তোমার জন্য অস্থির হয়ে আছেন। তোমার জন্য কি যেনো একটা গিফট এনেছেন।

ভালোবাসার বসরাই গোলাপে তখন আমার হৃদয়বাগানখানি মৌতাত হয়ে যায়। তখন সেই বাগান চোখের পানিতে সিক্ত করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকে না...। হ্যাঁ আমি সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের কথা এবং তাঁর মহিয়সী স্ত্রী সাইয়েদা আফিফা আযমের কথা বলছি। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে তো আজ ভালোবাসিনি। তাঁকে ভালোবাসার বীজটি বপন করেছিলাম ১৯৮৪-৮৫ সালে। সেই বীজের অংকুরোদগম হয়েছে। ধীরে ধীরে সতেজ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সেই বৃক্ষটি ভালোবাসার ফুলে ফলে সুশোভিত এখন।

১৯৮৯ সালে প্রথম রুকন সম্মেলনে আসি। সেই সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য দিয়েছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিলাম, আমার নেতার বক্তব্য, সেই প্রথম। সাধারণ প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্ন করেছিলাম। লিখেছিলাম, প্রিয়তম নেতা, আস্‌সালামু আলাইকুম। সাংগঠনিক কাজে আমাকে এক থানা থেকে অন্য থানায় যেতে হয়। এই যেমন সুদূর নওগাঁ থেকে ঢাকা আসতে

www.pathagar.com

হয়েছে। কিন্তু মাহরাম সফরসঙ্গী তো আমার নেই। এই ক্ষেত্রে আমি কি করবো?

আমার নেতা জোরে জোরে আমার প্রশ্নটির এতো চমৎকার করে উত্তর দিলেন। হৃদয়ের পাতায় লেখা হয়ে গেলো সমাধানটি। মানসিক যে দ্বন্দ্বটি আমার মধ্যে ছিল তা একেবারে মিটে গেলো। তিনি বললেন, যদি নিরাপত্তা ও নৈতিকতার কোনো সমস্যা না হয় তো আপনি যাবেন।

আমি তখনও তাঁকে দেখিনি। একবার খন্দকার মাওলানা আবুল খায়ের সাহেবের মেয়ে হালিমা আপা আমাকে নিয়ে নেতার বাসায় এলেন। প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেদিন তাঁকে দেখতে পারিনি। তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন তখন। ক্ষুণ্ন মনেই ফিরে এসেছিলাম সেদিন।

জান ও মাল দিয়ে ভালোবাসা

১৯৯২-এর এপ্রিল মাসে জরুরী রুকন বৈঠকে জেলা নায়েবে আমীর একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। তার মূল কথা সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজনে সবাইকে সাধ্য অনুযায়ী আর্থিক কুরবানী দিতে হবে। পর্দার এক পাশে বোনেরা আর অন্য পাশে ভাইয়েরা। আমি তখন বদলগাছী থানা সেক্রেটারি। ভাইয়েরা কেউ দু'হাজার, কেউ এক হাজার যার যেমন সাধ্য দেওয়ার ওয়াদা করতে লাগলেন। সবার ওয়াদা হয়ে যাওয়ার পর নায়েবে আমীর ভাই বললেন, রুমী আপা! আপনার পক্ষ থেকে কিছু বলুন। আমি বললাম, ভাই, আমি যা দেব নগদ দিয়ে দেব, কেউ একজন পর্দার কাছে আসুন। তখনকার সামর্থ্য অনুযায়ী আমার কাছে যা ছিল নগদ দিয়ে দিলাম। কিন্তু এর পরের ঘটনাটা আমাকে অভিভূত করল। যা আমাকে আজও আন্দোলিত করে। একজন রুকন ভাই পর্দার কাছে এলেন, আমাদের একজন বোন তার কানের দুল দুটো খুলে ঐ ভাইয়ের হাতে দিয়ে দিলেন। ঐ ভাই যেন একটু চমকে উঠলেন। বললেন, এ কি!

নায়েবে আমীর ভাই ঐ বোনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপা এই দুল দুটো দিতে হলে আপনার স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হবে না?

জবাবে বোনটি বললেন, কেনো ভাই! দুল দুটো কি আমার নয়? নায়েবে আমীর ভাই বললেন, আপনার! কিন্তু আপনার স্বামীই তো এ দুটো আপনাকে দিয়েছেন।

তাতো দিয়েছেনই। আর আমার স্বামী নিশ্চয়ই এটি আমাকে স্বত্ব ত্যাগ করেই দিয়েছেন। তাহলে আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের যে শাড়ি-গহনা দেন তাকি একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়ে দেন না? নাকি স্বত্ব রেখে দেন?

www.pathagar.com

দেখলাম সবাই কেমন যেন একটু নীরব হয়ে গেলেন! একটু চুপ থেকে বোনটি বললেন, ধরুন, আমি যদি টাকা দেয়ার ওয়াদা করতাম তাও তো আমার স্বামীর টাকা থেকেই দিতে হতো, এতে করে তার ওপর আরও বেশি চাপ পড়ত। আমি তো এটা আপনাদের দেইনি- দিয়েছি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের জন্যে। আর 'জান ও মাল দিয়েই' তো শ্রেষ্ঠ ভালোবাসাটা লাভ করা যায়! এই দুল দুটি আমার কানে থাকলে আমি যে সুখ পাব অন্যদিকে এটা আল্লাহর পথে সামান্যতম কাজে লাগলে তার চেয়ে অনেক বেশি সুখ পাব। ঐ বোনটি আবেগে আরো কি বলেছিলেন এতোদিন পরে সব কথা মনে নেই। তবে এখনো স্পষ্ট মনে আছে ভাইয়েরা আর কিছুই বললেন না।

শেষ কথা

আজ আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অনুভব করি, আমার সেই ভালোবাসা সহস্র গুণ হয়ে ফিরে এসেছে আমার কাছে। দুনিয়ার এই সফর শেষ করে ফিরে যেতে হবে মহান মালিকের দরবারে। এই সুদীর্ঘ সফরে ভালোবাসাই তো একমাত্র মূলধন আমার! নওগাঁ জেলার ভাইবোনেরা যে কি পরিমাণ ভালোবাসেন আমাকে তা কি আমি কাউকে বলে বোঝাতে পারব? শুধু নওগাঁই বা বলি কেনো? চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে দু'বছর ছিলাম। তাদের ভালোবাসার প্রতিদান দেয়ার ক্ষমতা কি আমার আছে? আমি যদি সেই সব ভালোবাসার উদাহরণ দিতে যাই, হাজার পৃষ্ঠায়ও বই শেষ হবে না। এই ঢাকা শহরের ভাইবোনেরা যে পরিমাণ ভালোবাসেন আমাকে তার কি তুলনা আছে? টাংগাইল ভূঁঞাপুরের ভাইবোনদের অসামান্য ভালোবাসায় অভিভূত হয়ে যাই। কোনো সম্পদই এমনি এমনি পাওয়া যায় না, তার জন্য চেষ্টা করতে হয়, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়। এই ভালোবাসার সম্পদে যদি আমরা সমৃদ্ধ হতে চাই তাহলে তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। দোয়া করতে হবে। দুনিয়ার শান্তি আর আখেরাতের মুক্তি যে এর মধ্যেই নিহিত। ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে যদি আমাদের মন, আমাদের গৃহ, আমাদের সমাজ, তাহলে জান্নাতী শিরিন শীতল বাতাস বয়ে যাবে আমাদের মনে, আমাদের ঘরে, আমাদের সমাজে। তা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

'প্রীতি ও প্রেমের পূণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।'

www.pathagar.com

কবির এই কথাটি কতো না সত্য! তবে দেখতে হবে ভালোবাসাতে যেয়ে যেনো শরিয়তের সীমা লংঘন না করি। আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কোন ভালোবাসা নেই। মানুষের তথা সৃষ্টিকূলের ভালোবাসা পেতে হলে যা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কিংবা একমাত্র প্রয়োজন তা হলো আল্লাহর ভালোবাসা। রসূল স. বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি আকাশবাসিকে জানিয়ে দেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে– ভালোবাসি তোমরাও তাকে ভালোবেসো। আকাশবাসীরা তখন জমিনবাসিদের জানিয়ে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন আমরা আকাশবাসি ফেরেস্তারাও তাকে ভালোবাসি। হে জমিনবাসি। তোমরাও তাকে ভালোবেসো। তখন সত্যপন্থী মানুষের অন্তরে ঐ ব্যক্তির জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। তারা তাকে ভালোবাসে। (সহীহ বোখারী)

অতএব, হিসাব অতি সহজ। মানুষের ভালোবাসা পেতে হলে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। আর আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে রসূল স.-কে ভালোবাসতে হবে। তাঁর আনীত শরিয়তের পাবন্দ হতে হবে। তাঁর দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে। তাঁর আনুগত্য করতে হবে শর্তহীনভাবে। তাঁর নিষেধ থেকে সযতনে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। তিনি যেভাবে যে কাজ করতে, যেভাবে যে কথা বলতে, যেভাবে যে পথে চলতে বলেছেন, সেভাবে কাজ করা, সেভাবে কথা বলা, সেভাবে পথ চলার মধ্যেই আছে শান্তি আর ভালোবাসা।

আর পরিপূর্ণ শান্তি তো দুনিয়াতেই নেই। রসূল স. বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমি শান্তিকে বন্দী করেছি জান্নাতে, মানুষ কি করে তা দুনিয়াতে খুঁজে পাবে? আমি সম্মান আর ভালোবাসাকে বন্দী করেছি আমার আনুগত্যের মধ্যে মানুষ কি করে তা রাজা বাদশাহর দরবারে খুঁজে পাবে? (হাদীসে কুদসী)

অতএব, যে যত আল্লাহর আনুগত্য করবে, রসূল স.-এর প্রদর্শিত পথে চলবে সে তত সম্মান ও ভালোবাসা পাবে দুনিয়া ও আখেরাতে। রাজা-বাদশা মন্ত্রী এমপি, এদের কি মানুষ ভালোবাসে? সম্মান করে? স্বার্থের জন্য এদের পিছে পিছে ঘোরে, হুজুর হুজুর, স্যার স্যার করে। ভয় পায়, একটু আড়াল হলেই অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই, আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালেই দেখা যায়- কোথায় বড় বড় মন্ত্রী এমপিদের সেই সম্মান, সেই ভালোবাসা? নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা একে অপরের ওপর দোষারোপ

www.pathagar.com

করছে। হযরত খোবায়েব রা. বন্দী হলেন কাফেরদের হাতে। কাফেররা তাঁকে নির্মম নির্যাতন করে শহীদ করে দেয়। হত্যা করার আগে কাফেররা বলেছিল, তোমার পরিবর্তে যদি মোহাম্মদকে এখানে হত্যা করা হয় তাহলে তোমার কী মনে হবে? খোবায়েব রা. বলেন, আমাকে যদি বল আমার জীবনের বিনিময়ে আমার নবীজির পায়ে একটু কাঁটা ফুটুক আমি তাতেও রাজী হব না।

বর্তমান সময়ের কোনো ইসলামী আন্দোলনের নেতা কিংবা কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও যদি কেউ খারাপ মন্তব্য করে তখন আমাদের কলিজায় আঘাত লাগে যেন। কারণ এই সব ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে আছেন, তাই তাদের ভালোবাসি, সম্মান করি।

আসুন, গোলাপ চাষের মতো আমরা ভালোবাসার চাষ করি। ভালোবাসার ফুল ফুটুক আমাদের প্রত্যেক মুমীনের হৃদয়-আঙিনায়। সংসার মৌতাত হোক ভালোবাসার সৌরভে।

ভালোবাসার সেজদায় লুটাই দেহ-মন, মস্তিষ্ক। ভালোবাসার দরুদ পাঠাই প্রিয়তম নবীজির শানে। ভালোবাসার কালেমা পড়ি। সবাইকে ভালোবাসি। আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূল স.-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কেয়ামত কখন হবে? রসূল স. বললেন, তোমার কল্যাণ হোক, তুমি কি এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? তিনি বললেন, তার জন্য আমি বিশেষ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে খুব ভালোবাসি। রসূল স. বললেন, তুমি যাঁকে ভালোবাসো পরকালে তাঁর সাথেই থাকবে। আনাস রা. বলেন, সেদিন সমবেত মুসলমানগণ এতো বেশি খুশি হয়েছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পরে এতো খুশি হতে আমি কখনো দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)

ভালোবাসার মতো অমূল্য মূলধন আর কিছু নজরে পড়ে না আমার। তাই তো আমি ভালোবাসি নিজেকে, পরিবার-পরিজনকে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবকে, দ্বীনি ভাইবোনদের। কারো সাথে কিছুক্ষণ কথা হলেই তার জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায় হৃদয়টা। সর্বোপরি ভালোবাসি আমার প্রিয়তম নবীজি স.-কে, মহান রাব্বুল আলামীনকে...। আর আমি যতোটা ভালোবাসি তার চেয়ে সহস্রগুণ হয়ে ফিরে আসে সেই ভালোবাসা তাদের দিক থেকে আমার কাছে। আমি আপ্লুত হই, অভিভূত হই! শুকরিয়া জানানোর ভাষা খুঁজে পাই না।

www.pathagar.com

আমার নামাজ, আমার রোজা, আমার অন্যান্য ইবাদাতের ওপর সত্যি বলছি আমি ভরসা পাই না। মনে হয় কি জানি মহান মালিক আমার এসব ইবাদাত কবুল করবেন তো? কিন্তু আমার ভালোবাসার ওপর আমার বিরাট আস্থা। মনে হয় ইনশাআল্লাহ্ আমার এই আমলটি আমার মহান রব কবুল করবেন আর যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত, সেদিন আমার সব প্রিয়জনদের সাথে আমাকেও স্থান দেবেন তার আরশের ছায়াতলে। ভালোবাসা ভরা হৃদয় নিয়ে আমি প্রতীক্ষায় আছি সেই দিনের।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখিকার প্রকাশিত বই সমূহ

০১. আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি
০২. দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
০৩. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
০৪. জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
০৫. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
০৬. ভালোবাসা পেতে হলে
০৭. মহিমান্বিত তিনটি রাত
০৮. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান
০৯. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তায়ালার জবাব
১০. চরমোনাই'র পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন
১১. কি শেখায় মহররম
১২. আমরা কেমন মুসলমান?
১৩. আপনি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবেন না কেন?
১৪. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
১৫. তাকওয়া অর্জনই হোক মুমীন জীবনের লক্ষ্য
১৬. কিছু সত্য বচন
১৭. নামাজ জান্নাতের চাবি
১৮. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে
১৯. আমার সিয়াম কবুল হবে কি?
২০. জান্নাতী দল কোনটি?
২১. বিদয়াতের বেড়াজালে ইবাদাত
২২. ভালোবাসা কি দিবস নির্ভর?
২৩. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
২৪. বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা
২৫. সুনামী উপন্যাস
২৬. সোনালী ডানা (কাব্য)
২৭. আমার পৃথিবী খুব সুন্দর (কাব্য)
২৮. শত এক নামে ডাকি যে তোমায়
২৯. হিরামন পাখি (ছোট গল্প)
৩০. স্বপ্নের বাড়ী (ছোট গল্প)
৩১. আমার অহংকার (কাব্য)
৩২. ঈমান ও আমল (প্রবন্ধ সংকলন)
৩৩. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে
৩৪. নামের মাঝে লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়
৩৫. আল্লাহ তার নূরকে বিকশিত করবেনই
৩৬. স্বস্তির বাতিঘর
৩৭. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
৩৮. কবে আসবে সেই শুভ দিন
৩৯. শাফায়াত মিলবে কি?
৪০. নারী-পুরুষ পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী
৪১. কাজের মাঝে নিজেকে খুঁজি
৪২. ডুবন্ত পুরুষ
৪৩. কিশোরী উম্মুল মুমেনীন
৪৪. আল কোরআনের গল্প শোন
৪৫. মৃত্যুর আগে ও পরে প্রিয়জনদের করণীয়
৪৬. স্বভাব হবে সুন্দর ও রুচিশীল
৪৭. রাসূল (সাঃ) আমার ভালবাসা
৪৮. রোদ জোসনায়
৪৯. অন্য রকম কষ্ট
৫০. আল্লাহর রঙে রঙিন হবো
৫১. যা পড়ি তা বুঝতে হবে

www.pathagar.com